bangla express ™
বাংলা এক্সপ্রেস
দেশে ও প্রবাসে বাংলার মুখপত্র

শহীদ মিনারে **মার্চ ফর ইউনিটি** সমাবেশ
১৫ দিনের মধ্যে
জুলাই প্রোক্লেমেশন দাবি

আমিরাতে ভিসা বন্ধের পেছনে রাজনৈতিক হাত নেই
জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির মধ্যে বাংলাদেশিদের জন্য আমিরাতের ভিসা খোলার সম্ভাবনা

রেজিষ্টার্ডঃ ঢা.প্র.জেঃ ৬০৫১ | ১৬ বর্ষ - সংখ্যা - ১ | সোমবার | ৬ জানুয়ারী ২০২৫ | ২২ পৌষ ১৪৩১ | মূল্যঃ ৮ টাকা

সরকারের থেকেও মানুষের শক্তি বেশি - প্রধান উপদেষ্টা

সরকারের শক্তির থেকেও মানুষের শক্তি বেশি উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, "দেশকে এগিয়ে নিতে সরকারের ওপর শতভাগ নির্ভরশীল না হয়ে ব্যক্তি পর্যায়ে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।"

বৃহস্পতিবার সকালে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে জাতীয় সমাজ সেবা দিবস-২০২৫ উপলক্ষে সমাজসেবা অধিদপ্তর আয়োজিত ওয়াকাথন ও সমাজ সেবা সম্মেলন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি।

এর আগে সকাল সাড়ে ৯টায় জাতীয় সংসদ সংলগ্ন মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে পৌঁছান প্রধান উপদেষ্টা।

দৈনন্দিন জীবনে জনস্বার্থে কাজ করার অভ্যাস গড়ে তোলার আহ্বান জানান ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি বলেন, 'প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই পরের স্বার্থে কাজ করার প্রবণতা আছে। সেই ইচ্ছাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। নিজের জন্য কিছু করার তুলনায় পরের কল্যাণে কাজ করায় আনন্দ মেলে বেশি।'

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'সমাজসেবা প্রতিটি মানুষের দায়িত্ব আর মন্ত্রণালয়ের কাজ হলো সবাইকে মনে করিয়ে দেয়া, যেন কেউ ভুলে না যায় এই দায়িত্ব থেকে, দূরে সরে না যায় আশা করি, এই আহ্বান সবার কাছে পৌঁছে যাবে।'

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ ও বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের তিন শিক্ষার্থী প্রতিনিধি।

খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের খোঁজ নিতে বাসায় গেলেন সেনাপ্রধান

বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে তাঁর বাসায় গেলেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। বৃহস্পতিবার (২ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ৮টার দিকে গুলশানস্থ চেয়ারপারসনের বাসভবন ফিরোজায় যান তিনি।

এসময় বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী যেন দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন সেই দোয়া করেছেন সেনা-প্রধান।

বিষয়টি নিশ্চিত করে বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান বলেন, 'বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের খোঁজ নিতে এসেছিলেন সেনাপ্রধান। সেনাপ্রধানের সঙ্গে ওনার সহধর্মিণী ছিলেন। তারা প্রায় ৪০ মিনিট ছিলেন।'

শায়রুল কবির খান আরও জানান, সেনাপ্রধান বাসভবনে পৌঁছালে মেজর জেনারেল (অব.) ফজলে এলাহি আকবর তাকে স্বাগত জানান।

ফজলে এলাহি আকবরকে উদ্ধৃত করে শায়রুল কবির জানান, 'সেনাপ্রধান বলেছেন, বিএনপি চেয়ারপারসন সাবেক প্রধানমন্ত্রী যেন দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন, সেজন্য তিনি দোয়া করেছেন।'

নতুন রাজনৈতিক দলের উত্থানে বিচলিত হওয়ার কিছুই নেই: তারেক রহমান

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, দেশের প্রয়োজনে আরও নতুন রাজনৈতিক দলের উত্থান ঘটবে এটাই গণতন্ত্রের রীতি। এ নিয়ে বিচলিত হওয়ার কিছুই নেই।

বুধবার (১ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে ছাত্রদলের ৪৬তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তারেক রহমান এসব কথা বলেন।

বক্তব্যের শুরুতে ওয়াসিম আকরামসহ ১৪৩ জন ছাত্রদলের যারা শহীদ হয়েছেন তাদের স্মরণ করে তারেক রহমান বলেন, ৪৬তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে স্মরণ করতে চাই গত ১৫ বছরে যারা শহীদ হয়েছেন, নুরুল আলম নুরু সহ শত শত নেতাকর্মী গুম, শহীদ হয়েছেন, তাদেরকে স্মরণ করছি শ্রদ্ধার সাথে।

তারেক রহমান আরও বলেন, দেশ ও জনগণের কাঁধে চেপে বসা এক পলায়নপর মাফিয়া চক্রের পলায়নের মধ্য দিয়ে পার হলো ঐতিহাসিক ২০২৪ সাল। নিরাপদ ও অপার সম্ভাবনাময় এক দেশ গঠনের ক্ষেত্রে আজ থেকে শুরু হলো নতুন বছর। নতুন বছরের শুরুতে বীর ছাত্র-জনতাকে জানাই এর শুভেচ্ছা। সারা দেশের জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের শুভাকাঙ্ক্ষী ও সর্বস্তরের নেতাকর্মীদের ৪৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। **এরপর পৃষ্ঠা ৪**

আমিরাতে বাংলাদেশের নতুন রাষ্ট্রদূত তারেক আহমদ

সংযুক্ত আরব আমিরাতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রটোকল বিষয়ক সহকারী আন্ডার সেক্রেটারি সাইফ আবদুল্লাহ আলশামিসি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রদূত তারেক আহমেদের পরিচয়পত্রের অনুলিপি গ্রহণ করেছেন।

আলশামিসি নতুন রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সাফল্য কামনা করেন এবং সকল ক্ষেত্রে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নে সংযুক্ত আরব আমিরাতের আগ্রহের ওপর জোর দেন।

নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূত তারেক আহমদ আমিরাতের মহা মান্য রাষ্ট্রপতি শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের দূরদর্শী নীতির ফলে আমিরাত বর্তমানে আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিকভাবে যে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান তৈরি করেছে তার প্রশংসা করেন।

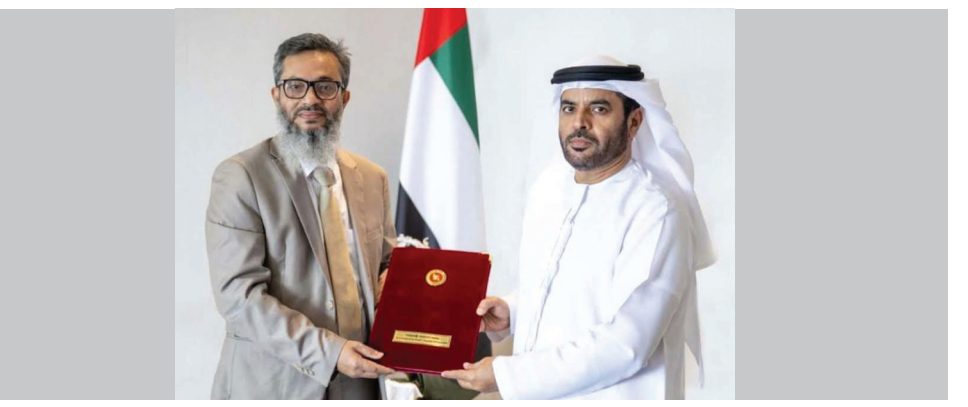

আপনার পরিবারের স্বাস্থ্য ও আর্থিক সুরক্ষায় আজই একটি বীমা করুন।

- সঞ্চয়ী বীমা (লাভ সহ)
- দ্বি-বার্ষিক প্রদান বীমা (লাভ সহ)
- হজ্ব বীমা (লাভ সহ)
- শিক্ষা ব্যয় বীমা (লাভ সহ)
- একক প্রদান সঞ্চয়ী বীমা
- পেনশন বীমা (মুনাফাবিহীন)
- দেনমোহর বীমা (লাভ সহ)
- শিশু নিরাপত্তা বীমা (লাভ সহ)

জেনিথ ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিঃ
Zenith Islami Life Insurance Ltd.
ইসলামী শরী'য়াহ মোতাবেক পরিচালিত

প্রধান কার্যালয়ঃ
আজিজ ভবন, (৯ তলা)
৯৩ মতিঝিল বা/এ,
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

বিস্তারিত তথ্য জানতে যোগাযোগ করুন
+৮৮ ০১৭৫৬ ৬৮৯৫১৫
www.zenithlifebd.com

জোনাল অফিসঃ
নাজমা মেডিকেয়ার ভবন
কলেজ রোড, আলফাডাঙ্গা
ফরিদপুর

২৪ ঘন্টা এম.বি.বি.এস. মহিলা ডাক্তারের পর্যবেক্ষন।
২৪ ঘন্টা সিজার সহ সকল প্রকার অপারেশন সেবা।
২৪ ঘন্টা উন্নত মানের বেড ও কেবিন ব্যবস্থা।
২৪ ঘন্টা শ্বাস কষ্টের জন্য নুেইজার সেবা।
২৪ ঘন্টা সকল প্রকারের মেডিসিন সরবরাহ।
২৪ ঘন্টা নবজাতক শিশুর চিকিৎসায় ইনকিউবেটর সেবা।
২৪ ঘন্টা ডিজিটাল মেশিনে রক্তও প্রস্রাব পরীক্ষার ব্যবস্থা।

২৪ ঘন্টা
ডিজিটাল আল্ট্রাসনোগ্রাম ও
মহিলা ডাক্তার দ্বারা
চিকিৎসা সেবা

নাজমা মেডিকেয়ার
(একটি আধুনিক হাসপাতাল)

আধুনিক মেশিনে
ফিজিওথেরাপী সার্ভিস

আর.এম.সেন্টার, কলেজ রোড, আলফাডাঙ্গা, ফরিদপুর
মোবাইলঃ ০১৭৬৮-৬৮৯৬১৬

bangla express
বাংলা এক্সপ্রেস
দেশে ও প্রবাসে বাংলার মুখপত্র

সম্পাদকীয়

রাত পোহাতেই বদলে গেছে ক্যালেন্ডারের তারিখ; বদলে গেছে দিন-মাস আর বছর। ২০২৪ এ ফেলে আসা দিনগুলি আর ফিরবে না কোনদিন। আমরাও চাই না ঐ দিনগুলো ফিরে আসুক আবার। যে দিনগুলোতে সৈরাচারী আর স্বেচ্ছাচারীতার বিরুদ্ধে ঝরেছে হাজারো তরুণের তাজা রক্ত, অকালে শহীদ হয়েছে শত শত যুবক ভাইয়েরা। পশ্চিমাদের সহযোগিতা আর ইসরাইলের বর্বরতায় ফিলিস্তিনে ঝরেছে প্রায় অর্ধ লক্ষ মুসলমানের প্রাণ, ক্ষুধা আর চিকিৎসা বিহীন ধুকে ধুকে মরেছে হাজার হাজার শিশু-সন্তান। বিশ্বের দুই পরাশক্তির অস্ত্র খেলার শিকার হয়ে ধ্বংস প্রায় আজ ইউক্রেনের মতো বিশ্বের ২০ শতাংশ খাদ্য যোগান দেয়া দেশ।

আজ বদলে যাচ্ছে ভু-রাজনীতি। ক্ষমতা আর দেশ ছেড়ে পালাতে হচ্ছে হাসিনা-বাসারদের মতো এক নায়কতান্ত্রিক শাসকদের। ইসরাইলের রক্তচক্ষু থেকে মুসলমান দেশগুলোকে বাঁচাতে দিন দিন শক্তিধর হচ্ছে শিয়া অধ্যুষিত দেশ ইরান। বদলে যাচ্ছে এশিয়ান দেশগুলোর শক্তির বলয়। রাশিয়া, চীন আর উত্তর কোরিয়া জোট বাঁধছে ইরাণের মতো আমেরিকা বিরোধী সকল দেশগুলোর সাথে। ধীরে ধীরে আমরা এগোচ্ছি ৩য় বিশ্বযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে।

দেশের ভেতরের পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণহীন। উপদেষ্টাদের কে কি দায়িত্ব পালন করছেন তা অন্য উপদেষ্টার কাছে অজানা। সেনাকুঞ্জে ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর গোপন বৈঠকে সেনা প্রধান বিচলিত। সকালের নিয়ম বদলে যাচ্ছে বিকেলের পরিক্রমায়। আওয়ামী পরিবার মনে করছে তাদের নেতা শেখ হাসিনা আবার দেশে এসে দল ও দেশের হাল ধরবেন, অপরদিকে বিএনপি মনে করছে অচিরেই তারেক রহমানের নেতৃত্বে দেশ আসবে তাদের হাতে। এক সময়ের রাজনীতিতে নিষিদ্ধ ঘোষিত জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ও পিছিয়ে নেই। আপামর জনসাধারণ এখন দাদুল্যমান অবস্থায় আইন শৃঙ্খলার অবনতির মাঝে।

যখন কেউ বলছে 'শরীর অসুস্থতায় দোয়া ইউনুস; আর দেশ অসুস্থতায় ড. ইউনুস'। অপরদিকে প্রধান উপদেষ্টার কর্মকান্ডের উপর খবরদারির জন্য লেগেছে কেউ কেউ, আবার সমন্বয়কদের মানষিকতা মূলধারা থেকে সরে যাচ্ছে অকপটে। বাড়ছে রাজনৈতিক অস্থিরতায় দলগুলোর ভাগাভাগি, জামায়াতে ইসলামী ছাড়া বাকী ইসলামী দলগুলো আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে ঐক্যজোট করতে।

অপরদিকে অঘোষিত রাজনৈতিক আরেক দল তৈরী হচ্ছে ছাত্র ও সমন্বয়কদের নিয়ে। ভোটার তালিকা খসড়া দেখিয়ে নির্বাচন কমিশন জাতিকে বোঝাচ্ছে আমরা এগোচ্ছি নির্বাচনের দিকে। আসলেই কি তাই?

দিশেহারা যখন দেশের মানুষ; তখন উপদেষ্টাগণ বিশ্ব রাজনীতি পরিবেশকে আকৃষ্ট করার মানষিকতায় চতুর্দিকে হাত বাড়াচ্ছে নিজেদের অক্ষ থেকে। ভারত দমনের সাহস পেয়ে কেউ ঝুঁকছে চীনের দিকে, কেউ সাহস পাচ্ছে পাকিস্তানের পারমানবিক অস্ত্রের সহযোগিতা দেখে। স্রোতের বিপরীতে মাছ যেমন আশ্রয় খোঁজে, আমরা এখন এক প্রভু থেকে মুক্তি পেতে শত প্রভুর দারস্থ হচ্ছি ক্ষণে ক্ষণে। প্রতিটি মূহুর্তে মুক্তির জন্য আমরা যুক্তি খুঁজে ফিরছি নিরন্তর।

মোঃ হারুনুর রশীদ
সম্পাদক

জাতির স্বার্থে জাতীয় ঐক্যের আহ্বান জানালেন ড. মিজানুর রহমান

এনামুল হক রাশেদী, চট্টগ্রামঃ স্বৈরাচারের রোষানলে শিকার হয়ে দীর্ঘদিন দেশের বাইরে নির্বাসিত থাকার পর দেশে এসে পাঁচ বছর পর দেশের মাটিতে কক্সবাজার জেলার পেকুয়া উপজেলায় প্রথম ওয়ার্ম আপ মাহফিল থেকে জাতীয় ঐক্যের আহ্বান জানালেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ইসলামীক স্কলার ডঃ আল্লামা মিজানুর রহমান আজাহারী। বাংলাদেশ ভূ-খন্ডে স্বাধিনতাত্তোর স্মরনকালের স্মরনীয় পেকুয়ার এই তাফসিরুল কোরআন মাহফিল শুধু কক্সবাজার চট্টগ্রাম নয়, সারা বাংলাদেশে তোলপাড় তুলেছে।

শুক্রবার (২৭ ডিসেম্বর) কক্সবাজারের পেকুয়ার বৃহত্তর সাবেক গুলদি তাফসীর ময়দানে মাহফিলের প্রধান আয়োজক পেকুয়ার মরহুম মাওলানা শহিদুল্লাহ স্মৃতি সংসদ সমাজ উন্নয়ন পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ নেয়ামত উল্লাহ নিজামীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত মাহফিলে রাত পৌনে ১০ টার দিকে প্রধান মুফাসসিরের বক্তব্যে ডঃ আজাহারী এই ঐক্যের আহ্বান জানান। ডঃ আজাহারী মহাগ্রন্থ আল কোরআনের বাণীর পাশাপাশি সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ঘটনাকে কেন্দ্র করে বলেন, "নতুন বাংলাদেশ বিশ্ব দরবারে একটি অসাম্প্রদায়িক দেশের রোল মডেলের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। চট্টগ্রামে আইনজীবী আলিফ হত্যাকান্ডের পরও মুসলিমরা ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে, মন্দিরে মাদ্রাসার ছাত্ররা পাহারা দিয়েছে, তা সত্ত্বেও প্রতিবেশী দেশ ভারত নানা গুজব প্রোপাগান্ডা ছড়াচ্ছে যা বন্ধুসুলভ আচরণ নয় বরং তাঁরা নিজেদের নিয়ে না ভেবে প্রভুত্ব আচরণ দেখাচ্ছে।"

এছাড়া তিনি ভয়েস অফ আমেরিকার জরিপের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, সে রিপোর্টে বাংলাদেশে এখন আগের চাইতে সংখ্যালঘুরা নিরাপদে আছে এবং ভারত গুজব ছড়ানোর জায়গায় বিশ্বে শীর্ষে রয়েছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ডঃ আজাহারী তাফসিরুল কোরআন মাহফিলে আলোচনার বিষয় নির্ধারন করে-ছিলেন জাতীয় ঐক্যের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা। সে আলোচনার বিষয়বস্তু অনুযায়ী ঐক্যের সুফলের বর্ণনা দিয়ে বলেন, প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউ-নুছ রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতাদের সাথে আলোচনা করে ঐক্যের নজির সৃষ্টি করেছেন, ঠিক তেমনি এই সময়ে জাতীয় পরাশক্তি যেন দূর্বল ভাবতে না পারে সে জন্য দলমত নির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আগামী বিনির্মানে কাজ করতে হবে। নয়তো আন্তর্জাতিক পরাশক্তি দেশগুলো দূর্বল ভেবে আমাদের কাছ থেকে ট্রানজিট অথবা সেন্টমার্টিন দাবি করে বসবে।

লক্ষ লক্ষ জনতার এই তাফসিরুল কোরআন মাহফিলে যুক্তরাজ্য থেকে ভার্স্যুয়ালী যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন কক্সবাজার জেলার বরপূত্র আপামর জনতার প্রানপ্রিয় নেতা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)'র স্থায়ী কমিটির সদস্য স্বৈরাচারের জুলুম-নির্যাতনে নিস্পেষিত নেতা আলহাজ্ব সালাহ উদ্দিন আহমেদ। পেকুয়া বারবাকিয়া ইউপি চেয়ারম্যান বিশিষ্ঠ ইসলামি চিন্তাবিদ অধ্যক্ষ মাওলানা বদিউল আলম জিহাদী ও টেকনাফ হোয়াইক্যং ইউপি চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ মাওলানা নুর মোহাম্মদ আনোয়ারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত তাফসিরুল কোরআন মাহফিলে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা দক্ষিনের সেক্রেটারী কারা নির্যাতীত নেতা ডঃ শফিকুল ইসলাম মাসুদ।

তাফসির মাহফিলের মুল কার্যক্রম সকাল ১০টায় শুরু হয়ে রাত ১১টায় শেষ হয়। উপস্থিত দর্শক স্রোতার ধারনানুযায়ী পেকুয়ার তাফসির মাহফিলে ১০ লক্ষাধিক দর্শক স্রোতার সমাগম হয়েছিল এবং দেশ বিদেশের প্রায় সহস্রাধিক প্রিন্ট, স্যাটেলাইট ও অনলাইন মিডিয়া ২৪ ঘন্টা ব্যাপী তাফসিরুল কোরআন মাহফিলের কার্যক্রম সরাসরি লাইভ সহ প্রচারে ব্যস্ত ছিলেন। সে সুবাধে স্মরন-কালের স্মরনীয় এ মাহফিলের আলোচনা সারা বিশ্ব থেকে আগ্রহী স্রোতা দর্শক সাগ্রহে দেখতে ও শুনতে পেরেছেন।

মাহফিলটি যৌথভাবে আয়োজন করেছে মরহুম মাওলানা শহীদ উল্লাহ স্মৃতি সংসদ ও পেকুয়া সমাজ উন্নয়ন পরিষদ।

মাহফিলে দেশ বরেন্য আলেমে দ্বীন ও ইসলামী স্কলারদের মধ্যে যারা কোরআন হাদিসের তাকরীর পেশ করেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন, হাফেজ মুফতি আমির হামজা, শায়খ মুফতি কাজী ইব্রাহীম, আলামা কামরুল ইসলাম সাঈদ আনসারী, মাওলানা সাদিকুর রহমান আজহারী, মাওলানা আব্দুলাহ আল আমিন, শায়খ মাওলানা জামাল উদ্দিন, শায়েখ মুফতি জসিম উদ্দিন রহমানী, মাওলানা আব্দুল হাই মোহাম্মদ সাইফুলাহ, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ আজহারী, শায়খ সালাউদ্দিন মাক্কী, মাওলানা মনিরুল ইসলাম মজুমদার।

২০২৫ হবে জুলাই গণহত্যার বিচারের বছরঃ চিফ প্রসিকিউটর

২০২৫ সালকে গুম, খুন এবং জুলাই গণহত্যার বিচারের বছর হিসেবে ঘোষণা করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম। বুধবার (০১ জানুয়ারি) নতুন বছরের শুভেচ্ছা বিনিময় শেষে গণমাধ্যমকে এসব কথা বলেন মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম।

তিনি বলেন, ২০২৫ সাল হবে আওয়ামী লীগ এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের বছর। বিগত ১৬ বছরে আওয়ামী লীগের শাসনামলে সংগঠিত গুম, খুন এবং জুলাই-আগস্টের গণহত্যার বিচার এই বছরেই সম্পন্ন হবে।

তাজুল ইসলাম বলেন, মূল ভবনে প্রধান বিচারপতির সম্মতির পর বিচার কার্যক্রম শুরু হবে। আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে যেসব মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, সেগুলোর বিচার প্রক্রিয়া এগিয়ে চলেছে। বিশেষ করে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের তদন্তও চলছে। তিনি আরও জানান, হাসিনাকে ফিরিয়ে আনার জন্য রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তবে ট্রাইব্যুনাল তার বিচারের কাজ চালিয়ে যাবে।

শেখ হাসিনার বিচারের প্রসঙ্গে চিফ প্রসিকিউটর বলেন, নির্দিষ্ট তারিখ বা সময় বলা যাবে না। তবে এ বছর কাজ শেষ হবে। সেই লক্ষ্যে প্রসিকিউশন, তদন্ত সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে।

এ ছাড়া গত ৫ আগস্টের চানখারপুলে পাঁচজনকে হত্যার ঘটনায় পুলিশের কনস্টেবল সুজনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে ট্রাইব্যুনাল। ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তুজা মজুমদার ও দুই বিচারপতির নেতৃত্বে শুনানি শেষে ১২ জানুয়ারি সুজনকে ট্রাইব্যুনালে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ছাত্রশিবিরের সভাপতি জাহিদুল, সেক্রেটারি সাদ্দাম

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের ২০২৫ সেশনের জন্য কেন্দ্রীয় সভাপতি নির্বাচন ও সেক্রেটারি জেনারেল মনোনয়ন সম্পন্ন হয়েছে। সারা দেশের সদস্যদের অনলাইন ভোটে কেন্দ্রীয় সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন জাহিদুল ইসলাম। সেক্রেটারি জেনারেল মনোনীত হয়েছেন নুরুল ইসলাম সাদ্দাম।

মঙ্গলবার (৩১ ডিসেম্বর) রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে দুপুর ৩টায় ছাত্রশিবিরের সহকারী নির্বাচন কমিশনার ও সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি সেলিম উদ্দিনের সঞ্চালনায় এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি অ্যাডভোকেট মতি-উর রহমান আকন্দ ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সদস্য সম্মেলনের সমাপনী সেশনে নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় সভাপতির নাম ঘোষণা করেন। নাম ঘোষণার পর নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় সভাপতিকে শপথ বাক্য পাঠ করান ছাত্রশিবিরের প্রধান নির্বাচন কমিশনার।

গত ২৯ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪ রাত ৮টা পর্যন্ড় সারা দেশে অনলাইনের মাধ্যমে একযোগে কেন্দ্রীয় সভাপতি নির্বাচনের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্রশিবিরের সংবিধান অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সভাপতি ২০২৪ সেশনের জন্য কার্যকরী পরিষদের সঙ্গে পরামর্শ করে নুরুল ইসলামকে সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে মনো-নয়ন দেন।

নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় সভাপতি এর পূর্বে যথাক্রমে সেক্রেটারি জেনা-রেল, কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক, কেন্দ্রীয় সাহিত্য সম্পাদক, কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক, কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক সম্পাদক, কেন্দ্রীয় বিতর্ক সম্পাদক, নারায়ণগঞ্জ মহানগর সভাপতি ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন।

তিনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগ থেকে অনার্স ও মাস্টার্স সম্পন্ন করেছেন। বর্তমানে তিনি একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এইচআরএম বিভাগে এমবিএ অধ্যয়ন করছেন।

নবমনোনীত সেক্রেটারি জেনারেল নুরুল ইসলাম ইতোপূর্বে কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক, কেন্দ্রীয় সাহিত্য সম্পাদক, কেন্দ্রীয় পানিং এন্ড ডেভলপমেন্ট সম্পাদক, কেন্দ্রীয় শিক্ষা সম্পাদক ও খুলনা মহানগর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন।

তিনি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি বিভাগ থেকে অনার্স ও মাস্টার্স সম্পন্ন করেছেন। বর্তমানে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই-চআরএম বিভাগে মাস্টার্সে অধ্যয়ন করছেন।

bangla express
বাংলা এক্সপ্রেস
দেশে ও প্রবাসে বাংলার মুখপত্র

আবুধাবিতে ৬টি গিনেস রেকর্ড ভেঙে ইংরেজি নববর্ষকে বরণ

সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাজধানী আবুধাবি এ বছর বিশ্বের সবচেয়ে বড় আতশবাজির প্রদর্শনীর মাধ্যমে তারা ছয়টি গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করেছে।

শেখ জায়েদ ফেস্টিভ্যালে আয়োজিত এই আতশবাজি শোটি ৫০ মিনিট ধরে চলে। এর আগে গত নববর্ষের প্রাক্কালে অনুষ্ঠিত আতশবাজি প্রদর্শনটি ছিল ৪০ মিনিটের, যা সময়, পরিমাণ এবং গঠনবিন্যাসের দিক থেকে তিনটি গিনেস রেকর্ড ভেঙেছিল। তবে এবারের আয়োজন আরও বড় এবং অত্যাধুনিক, যেখানে ছয়টি নতুন রেকর্ড গড়ার লক্ষ্য রাখা হয়।

এই ছয়টি গিনেস রেকর্ডের মধ্যে রয়েছে:

১. বিশ্বের সবচেয়ে বড় ভেন্যুতে একটানা ৫৩ মিনিটের আতশবাজি প্রদর্শনী।
২. ৬ হাজার ড্রোন ২০ মিনিট ধরে আকাশে আলোকিত করা হয়েছে।
৩. ৩ হাজারেরও বেশি ড্রোন প্রথমবারের মতো 'বিশ্বের সবচেয়ে বড় বায়বীয় চিত্র' তৈরি হয়েছে।
৪. 'হ্যাপি নিউ ইয়ারচ লেখা সবচেয়ে বড় আকাশী ডিসপে তৈরি করতে প্রথমবারের মতো ৩ হাজার ড্রোন ব্যবহার করা হয়েছে।
৫. সিনক্রোনাইজড মিউজিক শো এর মাধ্যমে ৩ হাজার ড্রোন নতুন একটি বিশ্ব রেকর্ড তৈরি করা হয়েছে।
৬. বিশ্বের সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে বেশি পরিমাণ আতশবাজি প্রদর্শন হয়েছে। যার নকশা, পরিমাণ এবং সময়কাল সব দিক থেকে এটি ছিল সবচেয়ে বৃহত্তম।

"আমিরাতে ভিসা বন্ধের পেছনে রাজনৈতিক হাত নেই"

শিগগিরই ভিসা চালুর সম্ভাবনা রয়েছে

সংযুক্ত আরব আমিরাতে সাধারণ শ্রমিক থেকে শুরু করে ভ্রমণ ভিসা এমনকি অভ্যন্তরীণ ভিসা পরিবর্তনেরও সুযোগ পর্যন্ত বন্ধ রয়েছে। রাজনৈতিক কারণে ভিসা বন্ধ রয়েছে এমনটা চিন্তা না করতে অনুরোধ জানিয়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত আমিরাতের রাষ্ট্রদূত আবদুল্লাহ আলী আল হামুদি। তবে বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য ভিসা সংক্রান্ত সমস্যা দ্রুত সুরাহার আশ্বাস দিয়েছেন। জানুয়ারি অথবা ফেব্রুয়ারিতে ভিসা চালুর সম্ভাবনার কথাও জানান তিনি।

সোমবার (২৩ ডিসেম্বর) রাতে দুবাইয়ের পাঁচ তারকা হোটেলে সাংবাদিক ও রাষ্ট্রদূত মুশফিকুল ফজল আনসারিকে বাংলাদেশ কমিউনিটির পক্ষ থেকে দেওয়া এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত ভিসা চালু নিয়ে খোলামেলা কথা বলেন। তিনি বলেন, 'আমিরাতে কেবল বাংলাদেশিদের জন্য নয়;বরং বিভিন্ন দেশের ভিসা সাময়িক বন্ধ রয়েছে। এটি স্বাভাবিক একটি প্রক্রিয়া। এখানে রাজনৈতিক কোনো সম্পৃক্ততা নেই।' অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ সমিতির সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মোয়াজ্জেম হোসেন। সাংবাদিক মামুনুর রশীদ ও রাসেল আহমেদের পরিচালনায় বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত আমিরাতের রাষ্ট্রদূত আবদুল্লাহ আলী আল হামুদি, বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল দুবাই এর দূতালয় প্রধান আশফাক হোসেন, প্রধান বক্তা ছিলেন, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব ও ইউএই বিএনপির আহ্বায়ক জাকির হোসেন, স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইঞ্জিনিয়ার সালাম খাঁন, বক্তব্য রাখেন, ড. রেজা খান, ইউএই বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক ইঞ্জিনিয়ার সালাউদ্দিন আহমেদ, রাজা মল্লিক, ইয়াকুব সৈনিক, সাংবাদিক শিবলী আল সাদিক। উপস্থিত ছিলেন, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব মোস্তাফা মাহমুদ, মির কামাল, শাহাদাত হোসেন, ইঞ্জিনিয়ার করিমুল হক, জাহাঙ্গীর রুপু, স্বপ্না মনি, মাহে আলম প্রমুখ।

সংবর্ধিত অতিথি মুশফিকুল ফজল আনসারি বলেন, 'আমিরাত হচ্ছে শান্তিময় একটি দেশ। এই দেশে বাংলাদেশিসহ বিদেশিরা অত্যন্ত শান্তিতে বসবাস করছেন। দুই দেশের মধ্যে চমৎকার কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে। আমিরাত ও বাংলাদেশের সমৃদ্ধিতে যৌথভাবে ভুমিকা রাখছেন বাংলাদেশি প্রবাসীরা। এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে আমিরাতের কর্তৃপক্ষকে ভিসা চালুর ব্যাপারে অনুরোধ জানাচ্ছি। আশাবাদী শিগগিরই একটি ভালো সংবাদ পাওয়া যাবে।' বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপট সম্পর্কে মুশফিকুল ফজল আনসারি বলেন, 'ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মধ্যদিয়ে গঠিত অন্তবর্তীকালন সরকারকে সহযোগিতা করতে হবে। ড. মুহাম্মদ ইউনূস পুরো পৃথিবীর কাছে গ্রহণযোগ্য একজন ব্যক্তি। আমরা গর্বিত এমন একজন ব্যক্তিকে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে পেয়ে। মুশকিকুল বলেন, 'ভারতের সঙ্গে সমতার সম্পর্ক চাই কিন্তু কোনো অবস্থায় দাদাগিরি মেনে নেওয়া হবে না। বিএনপি-জামায়াতসহ বিরোধী দলসমূহের ১৬ বছরের আন্দোলন ও সর্বশেষ ৩৬ জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থানে ফ্যাসিস্ট হাসিনা পালিয়ে গিয়েছে। পালালেও ক্ষমতা দখল করে ১৬ বছর যে অপরাধগুলো করেছে সেইসব অপরাধের বিচার হবে ইনশা আল্লাহ।'

তিনি প্রবাসীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি বৈধ পথে রেমিট্যান্স প্রেরণ করে দেশকে এগিয়ে নিতে সহায়ক ভুমিকা রাখার অনুরোধ জানান।

আমিরাতে বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের বর্ণিল অভিষেক

বাংলাদেশ প্রেসক্লাব ইউএইর পাশে থাকবে জাতীয় প্রেসক্লাব: আইয়ুব ভুঁইয়া

সংযুক্ত আরব আমিরাতে উৎসবমুখর পরিবেশ ও বর্ণিল আয়োজনের মধ্য দিয়ে পেশাজীবী সংগঠন বাংলাদেশ প্রেসক্লাব ইউএইয়ের নতুন কমিটির যাত্রা শুরু হয়েছে।

এই উপলক্ষে স্থানীয় সময় শনিবার (৭ ডিসেম্বর) রাত ৮টায় বাণিজ্যিক রাজধানী দুবাইয়ের একটি অভিজাত হোটেলের বল রুমে প্রেসক্লাবের সহ-সম্পাদক মুহাম্মদ ইসমাইলের পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে অভিষেক অনুষ্ঠান শুরু হয়।

প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ মোরশেদ আলম ও যুগ্ম সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল শাহীনের যৌথ সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সহ-সভাপতি এস এম মোদাসসের শাহ। এতে দুই দেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়।

বাংলাদেশ প্রেসক্লাব ইউএই'র সভাপতি মামুনুর রশীদের সভাপতিত্বে অভিষেকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল দুবাই এর মান্যবর কনসাল জেনারেল মুহাম্মদ রাশেদুজ্জামান।

প্রধান অতিথি প্রেসক্লাবের ব্যতিক্রমধর্মী অনুষ্ঠানের প্রশংসা করে বলেন, এটি যে পেশাদার সাংবাদিকদের সংগঠন তা চমৎকার এই আয়োজন দেখে বুঝা যায়। পাশাপাশি তিনি প্রেসক্লাবের পাশে থেকে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন এবং প্রবাসীদের আমিরাতের আইন কানুন মেনে চলার আহ্বান করেন।

এই অভিষেকে বাংলাদেশ থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে বক্তব্য প্রধান করেন, জাতীয় প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক বিশিষ্ট সাংবাদিক, কলামিস্ট আইয়ুব ভুঁইয়া, জাতীয় প্রেসক্লাবের উপদেষ্টা ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য কবি আবদুল হাই শিকদার ও কলামিস্ট ফোরাম অব বাংলাদেশ এর মহাসচিব মীর আব্দুল আলীম।

জাতীয় প্রেসক্লাব সভাপতি আইয়ুব ভুঁইয়া তার বক্তৃতায় বাংলাদেশ প্রেসক্লাব ইউএই'র পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে বলেন, "আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ প্রেসক্লাব ইউএই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে যাচ্ছে।"

তিনি বলেন, আমিরাতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রবাসীদের নিয়ে তারা কাজ করছে। অতএব তাদের এ যাত্রায় অবশ্যই জাতীয় প্রেসক্লাব পাশে থাকবে এবং দেশে আসলে কিছু সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হবে। এছাড়াও তিনি প্রেসক্লাব ইউএই'র নেতৃবৃন্দের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

অনুষ্ঠানে প্রেসক্লাবের সম্পাদক ও সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি বাংলাদেশ সমিতি ইউএই'র সভাপতি প্রকৌশলী মোয়াজ্জেম হোসেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন- দুবাই পুলিশের সিনিয়র কর্মকর্তা ওমর আফলাতুন, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব জাকির হোসেন, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের স্বনামধন্য ধারাভাষ্যকার শামীম আশরাফ চৌধুরী, দুবাই কনস্যুলেটের প্রথম সচিব (প্রেস) আরিফুর রহমান, ওলংগং ইউনিভার্সিটির সহকারী অধ্যাপক ড. জিনাত রেজা খান।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, দুবাই পুলিশের সিনিয়র অফিসার ক্যাপ্টেন খালেদ আল হাসমি, কনস্যুলেটের লেবার কাউন্সিলর আব্দুস সালাম, কাউন্সিলর কাজী ফয়সাল, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের দুবাইয়ের রিজিউনাল ম্যানেজার শাকিয়া সুলতানা, বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব মীর কামাল, বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব ইয়াকুব সুনিক।

অনুষ্ঠানের মেইন স্পনসর মিডিলিস্ট ফ্যাশন, কো স্পনসর আফলাতুন গ্রুপ অব কোম্পানি ও প্রাইম হাব। সাপোর্টিং স্পনসর- ওয়াল স্ট্রিট এক্সচেঞ্জ, আল মামুন মেটালিক, এ ওয়ান প্রোটিন ডট কম, আল কারিয়াহ আল খাদরা ইউজড কার ট্রেডিং এলএলসি, তাউশ গুপ অব কোম্পানিজ, ওয়েল টাচ গার্মেন্টস ট্রেডিং এলএলসি, এক্সসেলেন্স জেনারেল ট্রেডিং এলএলসি, শাহাদাত গ্রুপ অব কোম্পানিজ ও জি স্প্রিংক আইটি সোলুশনস এফজেড এল এল সি।

আলোচনা সভা শেষে সাংস্কৃতিক সম্পাদক শাফায়াত উল্লাহ ও সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ ইশতিয়াক আসিফের সঞ্চালনায় জমকালো আয়োজনে গান পরিবেশন করেন, আমিরাতের জনপ্রিয় শিল্পী রাসেল, সামিদা, সাদ ও মুহাম্মদ আবু শাহাদাত সায়েম।

এ সময় বাংলাদেশ প্রেসক্লাব ইউএই'র সদস্যবৃন্দ, কনস্যুলেট কর্মকর্তা, আবুধাবি, দুবাই, শারজাহ, আজমান, উম্ম আল কোয়াইন, ফুজিরাহ, রাস আল-খাইমাহ তথা আমিরাতের সাতটি প্রদেশ থেকে আগত বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতারা এবং বিভিন্ন অঙ্গনে কর্মরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা উদ্বোধন করলেন প্রধান উপদেষ্টা

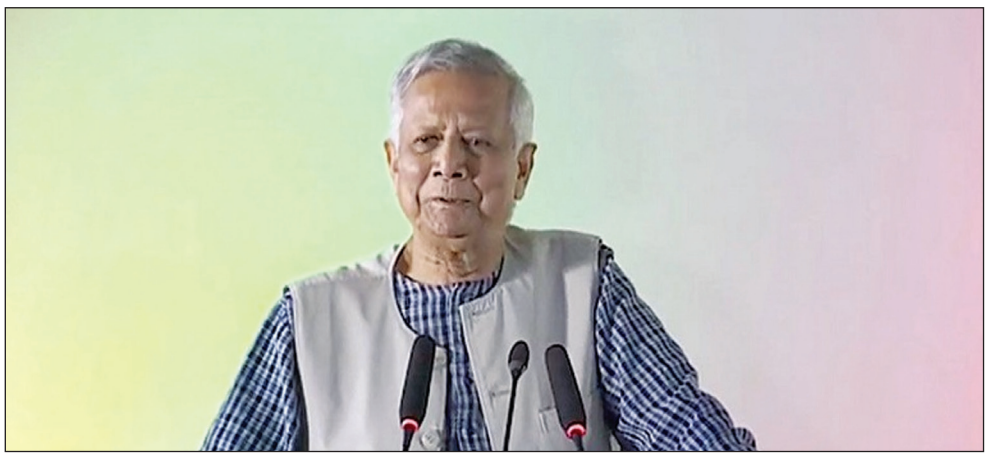

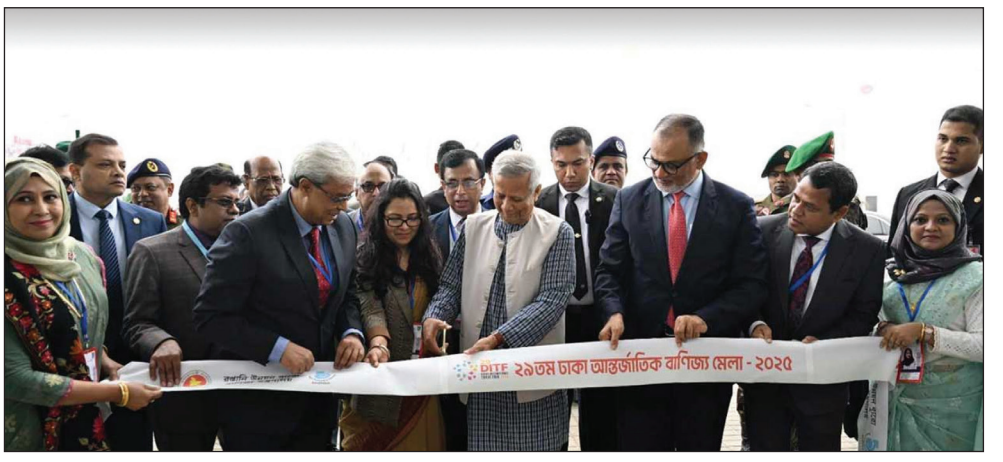

২৯তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ)-২০২৫ উদ্বোধন করেছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। আজ বুধবার (১ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে পূর্বাচলে বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে এ মেলার উদ্বোধন করেন তিনি।

প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) যৌথভাবে এ মেলার আয়োজন করছে। গতকাল মঙ্গলবার মেলা প্রাঙ্গণে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন জানান, এবারের বাণিজ্য মেলায় প্রথমবারের মতো অনলাইনে বিভিন্ন ক্যাটাগরির স্টল ও প্যাভিলিয়ন স্পেস বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। প্রথমবারের মতো ই-টিকেটিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ছাড়া ক্রেতা-দর্শনার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে বিআরটিসির ডেডিকেটেড বাস সার্ভিসের পাশাপাশি যুক্ত হচ্ছে বিশেষ ছাড়ে উবার সার্ভিস।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, মেলায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে ছাত্র-জনতার আত্মত্যাগের সম্মানার্থে তৈরি করা হয়েছে জুলাই 'চত্বর' ও 'ছত্রিশ চত্বর'। এ ছাড়া দেশের তরুণ সমাজকে রপ্তানি বাণিজ্যে উদ্বুদ্ধ করতে তৈরি করা হয়েছে ইয়ুথ প্যাভিলিয়ন।

মেলায় সম্ভাবনাময় সেক্টর ও পণ্যভিত্তিক সেমিনার আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিদেশি উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠানের সুবিধার্থে থাকছে স্বতন্ত্র সোর্সিং কর্নার, ইলেক্ট্রনিক্স ও ফার্নিচার জোন। বয়সভিত্তিক দর্শনার্থীদের সুবিধার্থে তৈরি করা হয়েছে প্রযুক্তি কর্নার, সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য সিটিং কর্নার। শিশুদের নির্মল চিত্তবিনোদনের জন্য মেলায় থাকছে শিশু পার্ক।

সংবাদ সম্মেলনে আরও জানানো হয়, চতুর্থবারের মতো বাণিজ্য মেলা পূর্বাচলের বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

মেলার লে-আউট প্যান অনুযায়ী বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৩৬১টি প্যাভিলিয়ন, স্টল, রেস্টুরেন্ট দেশীয় উৎপাদক-রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসহ সাধারণ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এবং বিদেশি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে শতভাগ স্বচ্ছতায় বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। মেলায় দেশীয় বস্ত্র, মেশিনারিজ, কার্পেট, কসমেটিক্স এ্যান্ড বিউটি এইডস, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্সস, ফার্নিচার, পাট ও পাটজাত পণ্য, গৃহ সামগ্রী, চামড়া ও আর্টিফিসিয়াল চামড়া ও জুতাসহ চামড়াজাত পণ্য, স্পোর্টস গুডস, স্যানিটারিওয়্যার, খেলনা, স্টেশনারি, ক্রোকারিজ, প্লাস্টিক, মেলামাইন পলিমার, হারবাল, টয়লেট্রিজ, ইমিটেশন জুয়েলারি, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, ফাস্টফুড, হস্ত শিল্পজাত পণ্য, হোম ডেকর ইত্যাদি পণ্য মেলায় প্রদর্শন ও বিক্রয় হবে।

বাংলাদেশ ব্যতীত সাতটি দেশের মোট ১১টি প্রতিষ্ঠান এবারের মেলায় অংশ নিচ্ছে। অংশ গ্রহণকারী দেশগুলো হলো ভারত, পাকিস্থান, তুরস্ক, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, হংকং ও মালয়েশিয়া।

এক্সিবিশন সেন্টারের দক্ষিণ-পূর্ব পার্শ্বে জুলাই চত্বর, দক্ষিণ-পশ্চিম পার্শ্বে কালচারাল সেন্টার, টেকনোলজি কর্নার, রিক্রিয়েশন কর্নার ও সেন্টারের উত্তর-পূর্ব (৬ একর) পার্শ্বে শিশু পার্ক ও উত্তর-পশ্চিম পার্শ্বে ছত্রিশ চত্বর ও নামাজ ঘর স্থাপন করা হয়েছে।

মেলার সার্বিক নিরাপত্তা এবং দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে মেলা প্রাঙ্গণে পর্যাপ্ত সংখ্যক পুলিশ, আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন, র‍্যাব, গোয়েন্দা সংস্থাসহ অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য নিয়োজিত রয়েছে। প্রাঙ্গণের বাইরেও নিয়মিত টহল দল থাকছে। নিরাপত্তা অগ্রাধিকার বিবেচনায় মেলা প্রাঙ্গণের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান, প্রবেশ গেইট, পার্কিং এরিয়া এবং সংশিষ্ট সকল এলাকায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক সিসিটিভি স্থাপন করা হয়েছে।

এবারের মেলায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি অধিকতর গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। এক্সিবিশন হলে পরুষ ও নারীদের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক আলাদা টয়লেটের পাশাপাশি এক্সিবিশন হলের বাইরেও পর্যাপ্ত সংখ্যক টয়লেটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মেলায় খাদ্যদ্রব্যের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যসহ গঠিত টিম মেলা চলাকালীন প্রতিদিন ভেজাল বিরোধী মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করবে।

মেলায় আগত দর্শনার্থীদের জন্য সার্বক্ষণিক চিকিৎসক ও পেশেন্ট কেয়ার এটেনডেন্ট উপস্থিত থেকে ফ্রি প্রাথমিক চিকিৎসা ও চিকিৎসা পরামর্শ প্রদান করবে। এ ছাড়া পর্যাপ্ত কার পার্কিংয়ের সুবিধা রয়েছে। পাঁচ শতাধিক গাড়ি পার্কিং সুবিধা সংবলিত দ্বিতল কার পার্কিং বিল্ডিং ছাড়াও এক্সিবিশন হলের বাইরে ছয় একর জমিতে পার্কিংয়ের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

মেলার সার্বিক কার্যক্রম মনিটরিংয়ের জন্য মেলায় স্থাপন করা হয়েছে একটি কন্ট্রোল রুম ও দর্শনার্থীদের সব প্রকার তথ্য প্রদানের জন্য একটি তথ্য কেন্দ্র। ব্যাংকিং সার্ভিসের জন্য থাকবে পর্যাপ্ত সংখ্যক ব্যাংক বুথ। মা ও শিশুদের জন্য থাকবে মা ও শিশু কেন্দ্র। দর্শনার্থীদের বিশ্রামের জন্য আরামদায়ক ও শোভন চেয়ার, বেঞ্চ, সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য সিটিং কর্নার ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মাসব্যাপী এ বাণিজ্য মেলা প্রতিদিন সকাল ১০টা হতে রাত ৯টা পর্যন্ত চলবে (সাপ্তাহিক ছুটির দিন রাত ১০টা পর্যন্ত)।

নতুন রাজনৈতিক দলের উত্থানে বিচলিত হওয়ার কিছুই নেই: তারেক রহমান

উৎপাদনমুখী শিক্ষা ব্যবস্থাই আমাদের লক্ষ্য উলেখ করে তারেক রহমান স্বাধীনতার ঘোষক জিয়াউর রহমানের অবদান তুলে ধরে বলেন, ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দ ও যারা আলোচক ছিলেন তাদের বক্তব্যে একটি কথা উঠে এসেছে। নানা চড়াই উত্তরাই পেরিয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল বর্তমানে দেশের ছাত্র সমাজে সবার কাছেই জনপ্রিয় সংগঠন হিসেবে পরিচিত হয়েছে।

ছাত্রদলের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত যারা সংগঠনকে এগিয়ে নিতে জড়িত ছিলেন তাদের ভূমিকার কথা স্মরণ করে তারেক রহমান বলেন, হাজারো ছাত্র-জনতার সীমাহীন ত্যাগ ও ভূমিকায় স্বৈরাচার সরকার পতনের পর বর্তমানে বাংলাদেশ এখন এক বিপুল সম্ভাবনার ধার প্রান্তে দাঁড়িয়েছে। সকলকে খেয়াল রাখতে হবে কোন হঠকারী সিদ্ধান্তের কারণে যাতে গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা বিনষ্ট হওয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয়। এ ব্যাপারে ছাত্রদলের প্রতিটি নেতাকর্মীকে সতর্ক এবং সজাগ থাকতে হবে।

মনে রাখা দরকার লোভ ও লাভের ঊর্ধ্বে উঠে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের একটি নিরাপদ বাংলাদেশ গড়তে হবে। বিশেষ করে ছাত্র ও তরুণদের ভূমিকা বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক বিশ্বে কার্যকর এবং প্রভাবশালী রাষ্ট্রের ভূমিকায় দেখতে চাইলে সমৃদ্ধ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের কোনো বিকল্প নেই। সুতরাং অবশ্যই মনে রাখতে হবে রাষ্ট্র ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের প্রধান হাতিয়ার রাষ্ট্র ও রাজনীতি সম্পর্কে শিক্ষার্থী-দের অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে। শিক্ষার্থী হিসেবে তোমাদের লক্ষ্য হতে হবে লেখাপড়া, লেখাপড়া এবং লেখাপড়া।

উপস্থিত নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্য করে তারেক রহমান বলেন, প্রিয় ভাই ও বোনেরা গত দেড় দশকে দেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করে দিয়েছিল ফ্যাসিস্ট সরকার। দেশকে অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে পলাতক স্বৈরাচার গত দেড় দশকে দল মত বর্ণ নির্বিশেষে তথা গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক অধিকার কেড়ে নিয়ে দেশ ও জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল। দেশ ও জনগণের কল্যাণের নেওয়া নিজ নিজ আদর্শ এবং লক্ষ্য কিংবা পলাতক স্বৈরাচারই ছিল প্রধান বাধা। এ কারণেই ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ ও ৯০ এর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের মতোই ২০২৪ সালে জুলাই আগস্টে ছাত্র-জনতার নেতৃত্বে গড়ে ওঠা ফ্যাসিস্ট মাফিয়া সরকার পতন আন্দোলনে দল মত নির্বিশেষে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

তারেক রহমান আরও বলেন, ছাত্র-জনতার রক্তক্ষয়ী আন্দোলনে মাফিয়ার সরকার দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। অবশেষে মাফিয়া সরকারের পালিয়ে যাওয়ার পর প্রতিটি রাজনৈতিক দলের সামনে এখনতো বৈষম্যহীন গণতান্ত্রিক এবং মানবিক দেশ গড়ার পালা। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যার যার দলীয় আদর্শ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে। জনগণের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করবে। এটিই গণতান্ত্রিক রীতি। এটিই গণতান্ত্রিক বিশ্বের স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম। এমন অবস্থায় কোনো কোনো মহল থেকে সংস্কার নাকি নির্বাচন জিজ্ঞাসাকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, দেশপ্রেমিক সকল মানুষ সকল রাজনৈতিক দল স্রেফ অসৎ উদ্দেশ্যে তর্ক বলেই বিবেচিত করে। বরং আমাদের দল মনে করে রাষ্ট্র ও রাজনীতির এবং রাজনীতির গুণগত পরিবর্তনের জন্য সংস্কার ও নির্বাচন প্রয়োজন। সংস্কার একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। একইভাবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যক্রম পন্থা। নির্বাচনের মাধ্যমেই জনগণ ভোটের অধিকারের সুযোগটি পায়। যেটি রাষ্ট্র ও জনগণের ক্ষমতা নিশ্চিত করে।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, বিএনপি মনে করে, রাষ্ট্রে জনগণের ক্ষমতা, গণতন্ত্র মানবাধিকার নিশ্চিত করা না গেলে অন্য কিছুই টেকসই হয় না। অন্তর্বর্তী সরকার কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংস্কার কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। সংস্কার কার্যক্রম অবশ্যই প্রয়োজন। এ কারণে অন্তর্বর্তী সরকার হয়তো তাদের দৃষ্টিতে অনেক বড় বড় সংস্কার কর্মসূচির আড়ালে জনগণের নিত্যদিনের দুর্দশা উপেক্ষিত থাকলে জনগণ তাদের দাবি নিয়ে মুখ খুলতে বাধ্য হবে। ইতোমধ্যে প্রশ্ন উঠেছে, বাজার সিন্ডিকেট ভেঙে দ্রব্যমূল্য জনগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে আনতে কী কী পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার?

তারেক রহমান বলেন, এখনো কেন মিথ্যা মামলায় জনগণকে আদালতের বারান্দায় বারান্দায় ঘুরতে হচ্ছে। হাজারো ছাত্র-জনতার রক্তের ওপর প্রতিষ্ঠিত বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারকে ব্যর্থ দেখতে চায় না বিএনপি। এজন্য জনগণের পক্ষের শক্তির রাজনৈতিক দল হিসাবে বিএনপি অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি সমর্থন অব্যাহত রেখেছে। রাষ্ট্র ও সরকারের বিধি ব্যবস্থা তা নিয়ে তরুণদের মনে অনেক প্রশ্ন রয়েছে। এই প্রশ্নগুলো থাকাটাই স্বাভাবিক।

তারেক রহমান আরও বলেন, ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত ভোটার হয়েছেন সাড়ে তিন কোটি। তারা ভোটার হলেও আজ পর্যন্ত তারা একটি জাতীয় নির্বাচন কিংবা স্থানীয় নির্বাচনে ভোট দিতে পারেনি। পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিয়ে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারেনি এবং ইচ্ছা থাকলেও কেউ জনপ্রতিনিধি হতে পারেনি। সেই সুযোগ পায়নি। রাষ্ট্র ও রাজনীতির প্রয়োজনে বিএনপি সকল গণতান্ত্রিক জনগণকে স্বাগত জানায়। বিএনপি তার জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত সকল পরিস্থিতিতে ও ভিন্ন মতের পক্ষে; যা মহাসচিব ও তার বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন। বিএনপির দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত স্বচ্ছ। কোন রাজনৈতিক দলকে জনগণ গ্রহণ করবে কিংবা বর্জন করবে তা নির্বাচনের মাধ্যমেই রায় দেবে জনতার আদালত। যারা জনগণের আদালতের মুখোমুখি হতে ভয় পায় কিংবা যাদের ভিন্ন কোন উদ্দেশ্য রয়েছে, তারাই নির্বাচন অনুষ্ঠান নিয়ে নানারকম বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। আমি জনগণের প্রতি আহ্বান জানাই আপনারা ধৈর্য হারাবেন না। নির্বাচনের জন্য মানসিক প্রস্তুতি থাকুন। নির্বাচন কমিশন তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথ পালন করবে, এ বিশ্বাস রাখুন।

নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে তারেক রহমান বলেন, আপনারা অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না বরং সতর্ক থাকবেন। নিজেরা এমন কোনো কাজে সম্পৃক্ত হবেন না যাতে কেউ অপপ্রচারের সুযোগ পায়। নিজেদেরকে জনগণের অছায় রাখুন। জনগণের আস্থা রাখার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করে করুন সারা দেশে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নেতাকর্মী সমর্থক নেতাকর্মীদের আহ্বান জানিয়ে বলবো লেখাপড়ার পাশাপাশি নিজেদেরকে জনকল্যাণমূলক কাজে সম্পৃক্ত রাখ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একজন আদর্শ শিক্ষার্থী হিসেবে সচেষ্ট হও। সবার মনে রাখা উচিত আজকের শিক্ষার্থী-রাই আগামীর বাংলাদেশ। সুতরাং শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষা-দীক্ষায় জ্ঞানে বিজ্ঞানে শিক্ষিত করা না গেলে নিশ্চিতভাবেই হয়তো আবারো পথ হারাবে আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ।

ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিবের সভাপতিত্বে ও ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছিরের সঞ্চালনায় আরও বক্তব্য দেন বিএনপি মহা সচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু, ড. আসাদুজ্জামান রিপন, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আমান উলাহ আমান, যুগ্ম মহা সচিব খায়রুল কবির খোকন, শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি, ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক রকিবুল ইসলাম বকুল, তথ্য বিষয়ক সম্পাদক আজিজুল বারী হেলাল, প্রচার সম্পাদক সুলতান সালাউদ্দিন টুকু, নির্বাহী কমিটির সদস্য নাজিম উদ্দিন আলম, যুবদলের সভাপতি আবদুর মোনায়েম মুন্না, সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম নয়ন, স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক আহসান রাজিব, সাবেক ছাত্রদল নেতা কাজী রওনকুল ইসলাম শ্রাবণ প্রমুখ।

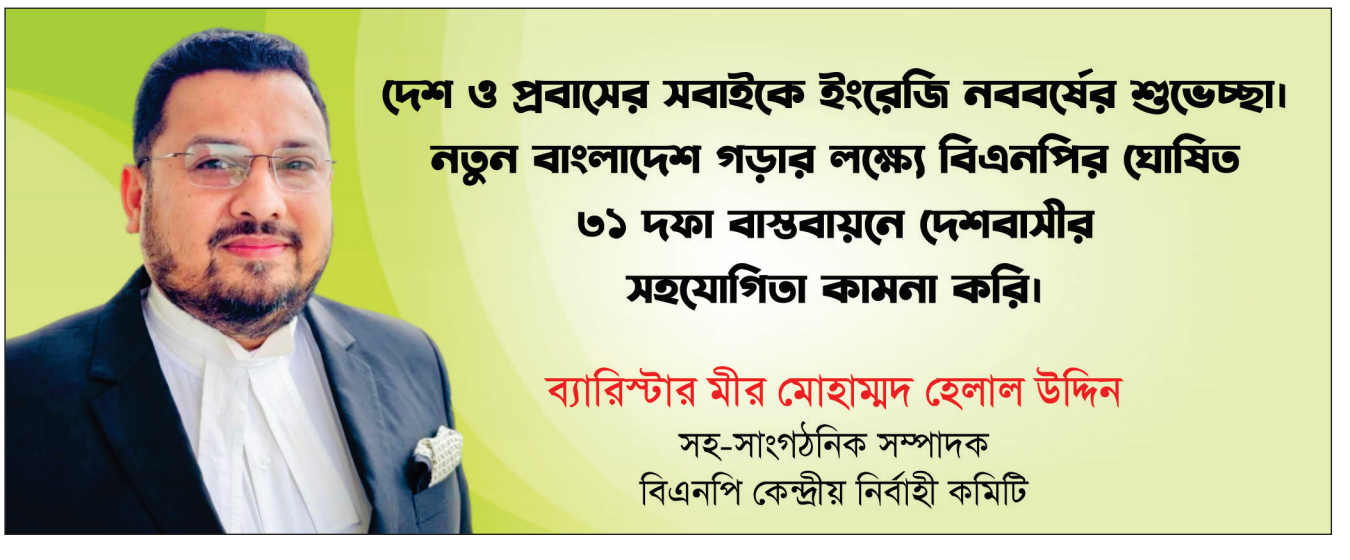

bangla express
বাংলা এক্সপ্রেস
দেশে ও প্রবাসে বাংলার মুখপত্র

নতুন বছরে চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা ভাষায় বান্দরবানে বই বিতরণ কার্যক্রম শুরু

বাসুদেব বিশ্বাস, বান্দরবান প্রতিনিধি: দেশের অন্যান্য জেলারমত পার্বত্য জেলা বান্দরবানে শুরু হয়েছে নতুন বছরের বই বিতরণের কার্যক্রম। বই বিতরণ উপলক্ষ্যে বুধবার (১ জানুয়ারী) সকাল থেকেই বান্দরবানের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্টানে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের সরব উপস্থিতি দেখা যায়। সকাল ১০টায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বান্দরবান কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বছরের বই তুলে দেন বান্দর বানের জেলা প্রশাসক শাহ মোজাহিদ উদ্দিন। এসময় তিনি শিক্ষার্থীদের নতুন বছরের শুভেচ্ছা প্রদানের পাশাপাশি বিভিন্ন শ্রেনীর শিক্ষার্থীদের হাতে এই বই প্রদান করেন।

এসময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক শিক্ষা ও আইসিটি মো.আবু তালেবসহ শিক্ষা প্রতিষ্টানটির বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী ও ভিভাবকেরা উপস্থিত ছিলেন। এদিকে নতুন বছরের বই হাতে পেয়ে উচ্ছম্বিত শিক্ষা র্থীরা।

বান্দরবান জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয়ের তথ্যমতে, বান্দরবান জেলা ৭টি উপজেলায় সরকারি বিদ্যালয় রয়েছে ৪৩৫টি আর নতুন বছরে ৩লক্ষ ৪ হাজার ২২৭টি বইয়ের চাহিদার বিপরীতে বান্দরবানে বই এসেছে ১লক্ষ ৭৯হাজার ৩২৪টি আর অবশিষ্ট রয়েছে ১লক্ষ ২৪ হাজার ৯০৩টি আর সম্ভাব্য শিক্ষার্থী ৬৮ হাজার ৭৭৯ জন।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয়ের তথ্যমতে আরো জানা যায়, ২০২৫ সালের জন্য বান্দরবানের চাকমা,মারমা ও ত্রিপুরা ভায়ায় প্রাক প্রাথমিক শ্রেণীতে ৪০১৮টি, ১ম শ্রেণীতে ৬১৮০টি, ২য় শ্রেনীতে ৬৩৩৩টি ও ৩য় শ্রেণী-তে ১৯৬৬টি বই বান্দরবানে এসেছে এবং তা বিতরণ করা হচ্ছে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয়ের তথ্যমতে আরো জানা যায়, বান্দরবানে ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠীর ভাষায় চাহিদা বিপরীতে এবারে সব বই চলে এসেছে এবং তা বিতরণ করা হচ্ছে।

এদিকে বান্দরবান জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবু সালেহ মো.ফরিদ উদ্দিন জানান, বান্দরবানে মাধ্যি-মক পর্যায়ে ৮৯ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে আর ৯ লক্ষ ৪০হাজার ৬৫৭ টি বইয়ের চাহিদার বিপরীতে শুধুমাত্র ৬ষ্ট ও ৭ম শ্রেণীর বাংলা ,ইরেজী ও গণিত বই বান্দরবান কার্যালয়ে এসেছে এবং তা শিক্ষার্থীদের বিতরণ করা হচ্ছে।

কুড়িগ্রামে যুবদল নেতা হত্যার বিচার দাবিতে মানববন্ধন

রফিকুল ইসলাম, কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি: কুড়িগ্রামের উলি-পুরে পৌর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আশরাফুল ইসলামের হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার (৩০ ডিসেম্বর) দুপুরে উপজেলা ও পৌর যুবদলের আয়োজনে মসজিদুল হুদা ও চৌরঙ্গী মোড়ে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

পৌর যুবদলের আহ্বায়ক আলমগীর হোসেনের সঞ্চাল-নায়, মানববন্ধনে বক্তব্য দেন, নিহত আশরাফুল ইস-লামের বাবা আয়নাল হক, উপজেলা বিএনপির সভাপতি হায়দার আলী মিয়া, সিনিয়র সহসভাপতি আব্দুল রশিদ, সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুর রহমান বুলবুল, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এস. এম হাবীব নয়ন, পৌর বিএনপির সভাপতি নুর মোহাম্মদ, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক তৌফিকুর রহমান লাভলু, পৌর যুবদলের সদস্যস-চিব তৌফিকুর রহমান তৌফিক, উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মাহমুদুল হাসান বিপুল প্রমুখ।

নিহত আশরাফুল ইসলামের বাবা মানববন্ধনে বলেন, 'সন্ত্রাসীরা আমার ছেলেকে হত্যা করে তার দুইটি অবুঝ সন্তানকে এতিম করে দিয়েছে। থানা চত্বরে আমার ছেলে-কে হত্যা করা হয়েছে, অথচ পুলিশ দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি দ্রুত হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার করে বিচারের মাধ্যমে জড়িতদের ফাঁসি দাবি করেন।

উল্লেখ্য, গত শুক্রবার (২৭ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা সাতটার দিকে উলিপুর থানার গোল ঘরে প্রেমের ঘটনার বিষয় নিয়ে বৈঠক চলছিল। বৈঠকে প্রতিপক্ষের মারধরে পৌর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আশরাফুল ইসলামের মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ উঠে। এ ঘটনায় নিহতের বাবা আয়নাল হক শনিবার (২৮ ডিসেম্বর) ২০ জনের নাম উলেখ করে এবং অজ্ঞাতনামা আরও ২৫ জনের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা দায়ের করেন।

উলিপুর থানার ওসি জিলুর রহমান জানান, হত্যাকান্ডের ঘটনায় এজাহারনামীয় আসামি সুলতান আহম্মেদ (৪০) নামের একজনকে র‍্যাবের সহায়তায় ঢাকায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁকে থানায় নিয়ে আসা হচ্ছে।

ফরিদপুরে সিসা কারখানার বয়লা বিস্ফোরণে দগ্ধ ৩

সাজ্জাদ হোসেন সাজু, ফরিদপুর জেলা প্রতিনিধি: ফরিদপুরের মধুখালীর আলতু খান জুট মিলের ভেতরে অবস্থিত একটি সিসা কারখানার বয়লার বিস্ফোরণে তি-নজন আহত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। বৃহস্পতি-তবার (২ জানুয়ারি) বিকেল ৩টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

আহত তিনজনকে প্রথমে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করা হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে দুজনকে ঢাকায় প্রেরণ করা হয়েছে।

আহতরা হলেন- উপজেলার বনমালদিয়া গ্রামের শুকুর সরদারের ছেলে মো. সাহাবুদ্দিন সরদার (৩০), বোয়া-লিয়া গ্রামের মৃত রতন শেখের ছেলে মো. ফারুক শেখ (৩২), চাঁদপুর গ্রামের কামরুল শেখের ছেলে বিপব (৪৫)। আহতদের মধ্যে মো. ফারুক শেখ ও বিপবের অবস্থা আশঙ্কাজনক। আহত ফারুক শেখের বড় ভাই বাচ্চু শেখ জানান, বিস্ফোরণে তিনজনই অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন। তাদের মধ্যে ফারুক ও বিপবকে গুরুতর অবস্থায় অ্যাম্বুলেন্সে ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

স্থানীয়রা জানান, দুপুরে ওই সিসা কারখানা থেকে বিকট ধরনের আওয়াজ শুনতে পান তারা। একইসঙ্গে ধোঁয়া বের হতে দেখেন। তবে কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা বিস্ফোরণের বিষয়ে কোনো কথা বলতে রাজি হয়নি।

ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক মো. তারিকুল ইসলাম জানান, মধুখালীতে একটি কারখানায় বিস্ফোরণের ঘটনায় আমাদের কাছে তিনজন রোগী আসে। তাদের সবাইকে সার্জারি বিভাগে পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

নানা আয়োজনে পল্লীকবি জসীম উদ্‌দীনের ১২২তম জন্মবার্ষিকী পালিত

ফরিদপুরে নানান আয়োজনে পলীকবি জসীম উদ্‌দী-নের ১২২তম জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়েছে । এ উপলক্ষে বুধবার (০১ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ৯টায় ফরিদপুর শহরের অম্বিকাপুরে পারিবারিক কবরস্থানে কবির সমাধিস্থলে পুষ্পস্তবক অর্পণ, দোয়া ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

কবির জন্মদিন উপলক্ষে তার কবরে জেলা প্রশাসক ও জসিম ফাউন্ডেশনের সভাপতি মোহাম্মদ কামরুল হাসান মোল্যা, পুলিশ সুপার (এসপি) মো. আব্দুল জলিলসহ বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. ইয়াছিন কবী-রের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন- জেলা প্রশাসক (ডিসি) মোহাম্মদ কামরুল হাসান মোল্যা, পু-লিশ সুপার (এসপি) মো. আব্দুল জলিল, কবিপুত্র খুর-শিদ আনোয়ার, ফরিদপুর সাহিত্য পরিষদের সভাপতি শেখ সামাদ, প্রফেসর আলতাফ হোসেন, বীর মুক্তিযে-দ্ধা এম এ সালাম লাল, মফিজ ইমাম মিলন প্রমুখ।

সভায় বক্তারা বলেন, পলীকবি তার লেখাতে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের কাহিনি তুলে ধরেছেন। তিনি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। বিশ্বে বাংলা সাহিত্যকে অনেক উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। সাহিত্য ক্ষেত্রে তার অবদান সবাই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে।

কবি জসীম উদ্‌দীন বাংলা সাহিত্যে একজন আধুনিকমা-নর শক্তিশালী কবি ছিলেন। গ্রাম-বাংলার মাটি ও মানুষের সহজ সরল জীবনযাত্রা ফুটে উঠেছে তার কবিতা, গান, গল্প ও উপন্যাসে। এজন্য তাকে পলীকবি বলা হয়।

তার লেখা অসংখ্য পলিগীতি এখনো গ্রাম বাংলার মানুষের মুখে মুখে শোনা যায়। যেমন- আমার হার কালা করলাম রে, আমায় ভাসাইলি রে, বন্ধু কাজল ভ্রমরা রে ইত্যাদি।

কবি জসীম উদ্‌দীন রচিত 'নকশী কাঁথার মাঠ' ও 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' বাংলা ভাষার গীতিময় কবিতার উৎকৃষ্টতম নিদর্শনগুলোর অন্যতম। বাংলা সাহিত্যের এই অন্যতম প্রাণপুরুষ ১৯০৩ সালে ফরিদপুরের সদর উপজেলার তাম্বুলখানা গ্রামে মাতুতালয়ে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৭৬ সালে মৃত্যুবরন করেন।

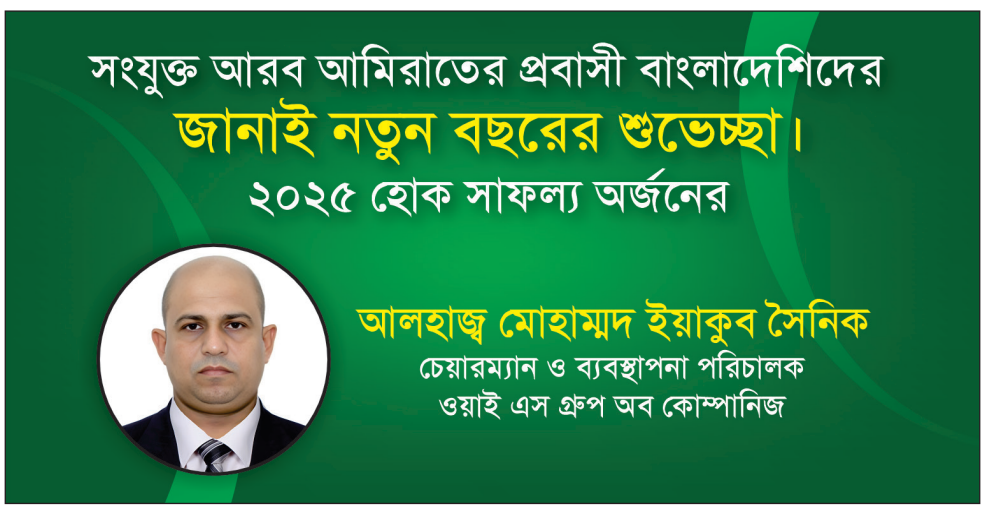

ফিফার ছাড়পত্র পেলেন হামজা চৌধুরী

অবশেষে ফিফা থেকে বাংলাদেশের ফুটবলের জন্য এল দারুণ এক সুসংবাদ। লাল-সবুজ জার্সিতে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলে খেলার ছাড়পত্র মিলেছে হামজা চৌধুরীর। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের দল লেস্টার সিটিতে খেলা এই মিডফিল্ডারের বাংলাদেশ জাতীয় দলে খেলতে আর কোনো বাধা নেই।

হামজার ফিফার ছাড়পত্র পাওয়ার বিষয়টি গণমাধ্যমে নিশ্চিত করেছেন বাফুফের সাধারণ সম্পাদক ইমরান হোসেন। এ ছাড়া একটি ভিডিও বার্তা দিয়েছেন হামজাও। বাফুফের পেজে প্রকাশিত ভিডিও বার্তায় হামজা বলেছেন, 'আমি বাংলাদেশের পক্ষে খেলতে যাচ্ছি। আশা করি, দ্রুতই দেখা হবে।'

বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের পক্ষ থেকে হামজার সঙ্গে যোগাযোগ চলছিল অনেক দিন ধরেই। এত দিন বিভিন্ন প্রক্রিয়া শেষে তিনি বাংলাদেশের হয়ে খেলার খুব কাছে ছিলেন। বাফুফের আবেদনটা অবশ্য ঝুলে ছিল বিশ্ব ফুটবলের সর্বোচ্চ সংস্থা ফিফার পেয়ার্স স্ট্যাটাস কমিটিতে। ফিফার চোখে 'হামজা নতুন বাংলাদেশে আগামীর গর্ব' এর আগে গত জুনে বাংলাদেশের পাসপোর্টের আবেদন করেন হামজা। আগস্টে সেই পাসপোর্ট হাতে পান। এর পরপরই ইংলিশ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এফএ) ছাড়পত্র মেলে তাঁর।

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত খেলোয়াড়দের জাতীয় দলে খেলার ঘটনা নতুন নয়। জামাল ভূঁইয়াকে দিয়ে শুরুটা হয় ২০১৩ সালে। এরপর ২০১৯ সালে বাংলাদেশের হয়ে খেলার ছাড়পত্র পান ফিনল্যান্ড প্রবাসী তারিক কাজী।

জামাল দেশের হয়ে এখন পর্যন্ত ৮৪টি ম্যাচ খেলেছেন। অধিনায়কত্বও করেছেন। তারিক কাজীও দলের অপরিহার্য সদস্য। তবে হামজাকে নিয়ে বাড়তি আগ্রহ বা আলোচনার কারণ ইউরোপীয় ক্লাব ফুটবলের শীর্ষ পর্যায়ে খেলেছেন, এমন কেউ আগে বাংলাদেশের হয়ে খেলেনি।

দেশে ভোটার সংখ্যা ১২ কোটি ৩৬ লাখ ৮৩ হাজার ৬১২ জন

হালনাগাদ শেষে দেশে ভোটার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১২ কোটি ৩৬ লাখ ৮৩ হাজার ৬১২ জন। নতুন ভোটার যুক্ত হয়েছে ১৮ লাখ ৩৩ হাজার ৩৫২ জন। রোববার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করেন নির্বাচন কমিশনার (ইসি) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ।

তিনি জানান, আগামী ২ মার্চ পূর্ণাঙ্গ ভোটার তালিকা প্রকাশ করবে ইসি। সেই তালিকা অনুযায়ী পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট দেয়ার সুযোগ পাবেন ভোটাররা। আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেন, '২০২৪ হালনাগাদে অন্তর্ভুক্ত ভোটার সংখ্যা ১৮ লাখ ৩৩ হাজার ৩৫২ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ১১ লাখ ৮৫ হাজার ৫১৬ জন, নারী ভোটার ৬ লাখ ৪৭ হাজার ৭৭৪ জন ও হিজড়া ভোটার ৬২ জন।'

প্রাণমুক্তি

মোছাঃ তমা খানম

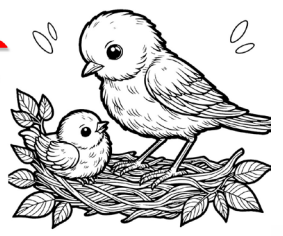

দিন-দুপুরে সাঁঝ -সকালে
ভ্রমরূপ ফুলে ভাসছে মধুর ডাক,
পাখিদের রাজা দোয়েল, কোয়েল-টিয়া
সবার সুরে নিষ্পাপ শিশুর বাক।
মানব শিশু খেলা করে, বন্দী ছানার সনে
হঠাৎ সে প্রশ্ন করে -
'মা পাখিটি কোথায় কোন বনে'?
আমি যদি মা হারিয়ে যায় তোমার চোখের আড়ালে,
কে আমায় ফিরিয়ে দিবে মা? তোমার ভেজা আঁচলে?
আমি তুমি বুঝি সব'ই তবুও কেন এমন সাজা,
রোজ প্রভাতে তোমার ঘরে গাইবে গান দোয়েল রাজা।
আমার আছে বাবা-মা আরো কতো স্বজন
ছানাটি'র কী নেই পরিবার 'কে তাঁর আপন'?
"মাগো তুমি খুলে দাও বন্দী খাঁচার তালা"
ওঁদের এবার বাঁচতে দাও 'দেখবো পাখির মেলা'।
পাখি-পক্ষী সব'ই মোদের আপন ঘরের মধুরগান,
সন্ধ্যে-রাতে ওরাই জাগায় 'মা 'মোদের ক্লান্ত প্রাণ।

ফরিদপুরে গাছির অভাবে খেজুর রস সংগ্রহ ব্যাহত হচ্ছে

আজিজুর রহমান দুলাল: ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গায় খেজুরের গুড় থেকেও যেন নেই শীত মৌসুমে খেজুর রস সংগ্রহে ব্যস্ত সময় পার করতো ফরিদপুরের গাছিরা। তবে পর্যাপ্ত গাছির অভাবে খেজুরের রস সংগ্রহ ব্যাহত হচ্ছে বলে স্থানীয়রা জানান। ফলে হারাতে বসেছে খেজুরের রস, গুড় ও পাটালির ঐতিহ্য। আবহমান গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য শীত মৌসুম এলেই ঘরে ঘরে খেজুর রস সংগ্রহ, সে রস থেকে নানা ধরনের পিঠা ও পায়েস খাওয়ার ধুম পড়ে যেতো। তবে বেশ কয়েক বছর ধরে গাছির অভাবে রস সংগ্রহ ব্যাহত হচ্ছে। তার ওপর শীত কম বলে খেজুর গাছে রস তুলনামূলক কম পাওয়া যাচ্ছে।

নওয়াপাড়া গ্রামের আক্তার শেখ বলেন, 'আগের মতো এখন আর মায়ের হাতের পিঠা-পায়েস পাওয়া যায় না। খেজুর গাছ কাটার লোকই পাওয়া যাচ্ছে না। ছোটবেলার সেই খেজুরের গুড় এখন খেতে না পারার আক্ষেপ থেকেই যাচ্ছে।' তিনি আরও বলেন, 'এক হাঁড়ি রসের মূল্য ৩০০ টাকা আর এক কেজি অরিজিনাল গুড়ের মূল্য ৬/৭ শত টাকা দরে বিক্রি হয়।'

ফরিদপুর জেলার আলফাডাঙ্গা উপজেলার পৌর সভার বাসিন্দা সাবেক স্কুল শিক্ষক হারুন অর রশিদ বলেন,আমার ৬০টি খেজুর গাছ আছে, গাছির অভাবে গাছ কাটতে পারছি না। এই ৬০ টি গাছ কাটতে গাছিরা প্রচুর টাকা চায়। কিন্তু আমার পক্ষে এত টাকা খরচ করে রস বের করানো সম্ভব না।

খেজুর গাছ কাঁটার গাছি হালিম মিয়া বলেন, একটা হাড়ি মূল্য ১৫০ টাকা, আগের মতোন খেজুর গাছ এক জায়গাতে পাওয়া যায় না। সারা গ্রাম ঘুরে ঘুরে গাছ কাটতে হয়। তাছাড়া আশানুরূপ রসও উৎপাদন করা সম্ভব হয় না। এছাড়া রস তৈরির বিভিন্ন সরঞ্জাম আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পরিশ্রম অনুযায়ী পারিশ্রমিক ঠিক মতো পাই না। তবে এলাকাতে প্রচুর খেজুরের রসের চাহিদা আছে। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা তুষার সাহা আমাদের সময় প্রতিনিধিকে বলেন, আশানুরূপ খেজুরের রস উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে না। একদিকে গাছের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে বিধায় গাছিরা আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। তবে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও ভারসাম্য রক্ষায় খেজুর গাছ ও তাল গাছ এক অমূল্য সম্পদ। যার কারনে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির সময় তাল ও খেজুর গাছ রোপণের জন্য বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

রমজানে দ্রব্যমূল্য স্বাভাবিক রাখতে কর্মকর্তাদের প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশ

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস আসন্ন রমজানে দ্রব্যমূল্য ও পণ্য সরবরাহ শৃঙ্খল স্বাভাবিক রাখার জন্য মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আজ সোমবার প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে এক ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে চারটি বিভাগের ৩১টি জেলার কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনায় যুক্ত হয়ে এই নির্দেশ দেন মুহাম্মদ ইউনূস। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং এ তথ্য জানিয়েছে।

প্রধান উপদেষ্টা এই ভিডিও কনফারেন্সে কর্মকর্তাদের নিজ নিজ এলাকায় আইনশৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা, কৃষিপণ্য সংরক্ষণ, সার সরবরাহ ও শিল্প এলাকায় শান্তিশৃঙ্খলা নিশ্চিত করার জন্য নিবিড়ভাবে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের কর্মকর্তারা এই ভিডিও কনফারেন্সে যোগ দেন। কনফারেন্সে ১৯ জন বিভাগীয় কমিশনার, পুলিশ কমিশনার, রেঞ্জ পুলিশপ্রধান, জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার পর্যায়ের কর্মকর্তা বক্তব্য দেন।

কনফারেন্সে সমাপনী বক্তব্যে প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, কর্মকর্তাদের বক্তব্য ও মতামত আগামী দিনে সরকারকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করবে।

মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, 'এটা আমার জন্য প্রথম সুযোগ ছিল, আপনাদের সঙ্গে কথা বলার। অনেক কিছু শিখলাম, অনেক বিষয়ে নিজেকে অবহিত করলাম। এটা আমাদের কাজে সহায়ক হবে।'

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'সামনেই রমজান আসছে। রমজানকে কেন্দ্র করে বাজারমূল্যের দিকে আপনারা বিশেষভাবে নজর রাখবেন। শুধু বাজারমূল্য নয়, জিনিসপত্র আনা-নেওয়া আরও কীভাবে সহজ করা যায়, সে বিষয়েও কাজ করবেন।'

সংস্কারের লক্ষ্যে সরকার যে ১৫টি কমিশন গঠন করেছে, তার মধ্যে বেশ কয়েকটি কমিশন খুব শিগগির তাদের প্রতিবেদন দেবে বলে জানান প্রধান উপদেষ্টা। তিনি বলেন, এসব প্রতিবেদনের পর রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা শুরু হবে। নাগরিকদের সঙ্গেও আলোচনা হবে। এর মধ্য দিয়ে দেশে নির্বাচনের একটি আবহও তৈরি হবে।

প্রতিবেদনের প্রতিক্রিয়া কী হবে, সে বিষয়ে সচেতন থাকার জন্য মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন প্রধান উপদেষ্টা, যাতে শান্তিপূর্ণভাবে সংস্কারের কাজ সম্পন্ন করা যায়।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব শেখ আবদুর রশিদ। তিনি জানান, শিগগিরই প্রধান উপদেষ্টা বাকি চার বিভাগের ৩৩টি জেলার কর্মকর্তাদের সঙ্গে একই ধরনের ভিডিও কনফারেন্সে যোগ দেবেন।

বাংলা এক্সপ্রেস পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুনঃ

+88 01758 689515 / +971 55 228 7869

ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ৪৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

বুধবার (১ জানুয়ারি) সকালে রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এ সময় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আব্দুল মঈন খান, ভাইস চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান রিপন, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য আমান উল্লাহ আমান, যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানী, ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক রকিবুল ইসলাম বকুল, নির্বাহী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান শ্যামল, ছাত্রদল সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব, সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দিন নাছির, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ছাত্রদল সভাপতি গণেশ চন্দ্র রায় সাহস, সাধারণ সম্পাদক নাহিদুজ্জামান শিপন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ৪৬ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন হলো আলফাডাঙ্গায়

আলফাডাঙ্গা প্রতিনিধিঃ ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ৪৬ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে গত ১ জানুয়ারী'২৫ বুধবার।

আলফাডাঙ্গা হাসপাতাল রোডে অবস্থিত বিএনপির দলীয় অস্থায়ী কার্যালয় থেকে বর্ণাঢ্য এক র‍্যালি বের করা হয়, র‍্যালিটি আলফাডাঙ্গা বাজারের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পরিবহন বাস কাউন্টারে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ফরিদপুর জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আবু ছালেহ মুসার পরিচালনার এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব ওয়ারেসুর রহমান। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বোয়ালমারী সরকারী কলেজের সাবেক ভিপি ও বোয়ালমারী উপজেলা বিএনপি'র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জনাব শাসুদ্দিন মিয়া (ঝুনু)। এ সময়ে বক্তব্য রাখেন আলফাডাঙ্গা উপজেলা বিএনপি'র সাবেক সাংগঠণিক সম্পাদক জনাব খোশবুর রহমান খোকন, বোয়ালমারী উপজেলা বিএনপি'র সাংগঠণিক সম্পাদক মজিবুর রহমান বাবু, ফরিদপুর জেলা ছাত্র দলের সহ সভাপতি এডভোকেট হেমায়েত হোসেন, আলফাডাঙ্গা উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক কামরুল ইসলাম দাউদ, পৌর যুবদলের আহ্বায়ক মিজানুর রহমান । এ সময়ে আরো উপস্থিত ছিলেন ডাঃ আব্দুল আজিজ,আরব আলী, নজরুল ইসলাম, আমির হোসেন প্রমূখ।

bangla express
বাংলা এক্সপ্রেস
দেশে ও প্রবাসে বাংলার মুখপত্র

বাংলাদেশের ২০২৪:
অবিশ্বাস্য ঘটনাবহুল বছর

সাতই জানুয়ারি: আরেকটি বিতর্কিত ভোট

আগের বছরের রাজনৈতিক অস্থিরতার ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সাল শুরু হয়েছিল রাজনৈতিক টানাপোড়েন ও অনিশ্চয়তাকে সামনে রেখে। সেই টানাপোড়েনের মধ্যেই সাতই জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন।

বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর অনুপস্থিতি এবং ভোটার উপস্থিতির হারের কারণে বিতর্কিত হয় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। বাংলাদেশের ইতিহাসে রেকর্ড গড়ে পঞ্চমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হন শেখ হাসিনা। বিএনপিবিহীন ওই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ দুই শতাধিক আসন পেলেও আগের সংসদের বিরোধী দল জাতীয় পার্টি মাত্র ১১টি আসন পায়। যেখানে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা মিলে পেয়েছেন ৬২ আসন। ফলে সংসদে বিরোধী দল কে হবে, তা নিয়ে আলোচনা তৈরি হয়।

ভারত বিরোধী প্রচারণা ও রাজনীতি

নির্বাচনের পরপর নতুন রূপে ভারত বিরোধী রাজনীতি দানা বাঁধতে থাকে বাংলাদেশে। গতি পায় "ভারতীয় পণ্য বয়কট", "বয়কট ইন্ডিয়া" ও "ইন্ডিয়া আউট" ক্যাম্পেইন। বিতর্কিত নির্বাচন করেও আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় থাকার জন্য দায়ী করা হয় ভারতের সমর্থনকে। বিরোধী দল বিএনপি ও সরকারি দল আওয়ামী লীগের নেতাদের মধ্যে এ নিয়ে রীতিমত রাজনৈতিক তর্কবিতর্ক চলে। বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে সামনে আসে আরো কয়েকটি রাজনৈতিক দল।

দুর্নীতি: ছাগল কাণ্ড এবং অন্যান্য

চব্বিশে সাবেক সেনাপ্রধান, সাবেক পুলিশ প্রধানের দুর্নীতি সংক্রান্ত খবর ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়। আরো কয়েকটি দুর্নীতির খবরও আলোড়ন তোলে জনপরিসরে। ২০শে মে সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল (অব.) আজিজ আহমেদ এবং তার পরিবারের সদস্যদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে দেশটি। গণতন্ত্রের অবনতি ও দুর্নীতিতে জড়িত থাকার কারণ দেখিয়ে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর এই নিষেধাজ্ঞা দেয়। তবে নিষেধাজ্ঞার প্রতিক্রিয়ায় সাবেক এ সেনাপ্রধান দাবি করেন শাস্তি পাওয়ার মতো কোনো অপরাধ তিনি করেননি।

আজিজ আহমেদের বিরুদ্ধে ঘুস গ্রহণের অভিযোগ আনে যুক্তরাষ্ট্র। বলা হয় ব্যক্তি স্বার্থের বিনিময়ে সরকারি নিয়োগের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন তিনি। সাবেক পুলিশ প্রধান বেনজীর আহমেদের বিশাল বিত্ত-বৈভব নিয়ে গত ৩১শে মার্চ প্রথম প্রতিবেদন প্রকাশ করে দেশের একটি সংবাদপত্র। এরপর বিভিন্ন গণমাধ্যমে তার সম্পদ নিয়ে খবর প্রকাশিত হয়।

ঈদ উল আযহা অর্থাৎ কোরবানির ঈদের আগে একটি এগ্রো ফার্ম থেকে কোরবানি উপলক্ষে "১৫ লাখ টাকার" একটি ছাগল কিনতে গিয়ে তুমুল আলোচনার জন্ম দেন মতিউর রহমান নামে এক রাজস্ব কর্মকর্তার ছেলে।

ভাইরাল হওয়া খবরের সূত্র ধরে মতিউর রহমানের বিরুদ্ধে একের পর এক দুর্নীতির অভিযোগ সামনে আসতে থাকে। তার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করে দুর্নীতি দমন কমিশন।

পাঁচই জুন: মুক্তিযোদ্ধা কোটা পুনর্বহাল

ছাত্র আন্দোলনের মুখে সরকারি নিয়োগের দুই শ্রেণিতে কোটা ব্যবস্থা বাতিল করে ২০১৮ সালে যে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছিল, সেটি অবৈধ ঘোষণা করে উচ্চ আদালত।

এর ফলে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির সরকারি চাকরিতে মুক্তিযোদ্ধা কোটা ব্যবস্থা পুনর্বহাল হয়। ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া আসতে থাকে শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে। যৌক্তিক সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনের কথা বলেন তারা। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলোতে দাবির সপক্ষে প্রচার-প্রচারণা শুরু হয়।

ঘটনাবহুল জুলাই: আন্দোলনের মাস

কোটা সংস্কার আন্দোলনের একই সময়ে সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা থেকে নিজেদের নাম কাটাতে আন্দোলনে নামেন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা।

জুন মাসে ধীরগতিতে আন্দোলনের যে প্রেক্ষাপট তৈরি হচ্ছিল জুলাইয়ের শুরুতে এসে সেটি গতি পায়। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পৃথক আন্দোলনে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো উত্তপ্ত এবং একইসঙ্গে শিক্ষা কার্যক্রমের দিক থেকে স্থবির হয়ে পড়ে।

টানা কর্মসূচি চালিয়ে যেতে থাকেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাকর্মীরা। "বাংলা ব্লকেড" নামের কর্মসূচি ব্যাপক সাড়া ফেলে।

এর মধ্যে ১০ তারিখে হাইকোর্টের দেয়া রায়ে স্থিতাবস্থা দেয় আপিল বিভাগ। তবে পরবর্তী শুনানির সময় ধার্য করে চার সপ্তাহ পর।

ওইদিন দিবাগত রাতে চীন সফর থেকে ফেরেন শেখ হাসিনা। ১৪ই জুলাই চীন সফর উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে মিজ হাসিনা বলেন, "কোটা নিয়ে আদালত থেকে সমাধান না আসলে সরকারের কিছু করার নেই।"

তিনি সেখানে প্রশ্ন করেন, "মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর এত ক্ষোভ কেন? মুক্তিযোদ্ধাদের নাতি-পুতিরা চাকরি পাবে না, তাহলে কি রাজাকারের নাতিপুতিরা পাবে?" তার এই বক্তব্যের জেরে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। ওই রাত থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রতিবাদ বিক্ষোভ শুরু হয়।

এ সময় স্লোগান দিতে দেখা যায় "তুমি কে, আমি কে? রাজাকার, রাজাকার।" বিক্ষোভ মোকাবেলায় বলপ্রয়োগের পথে হাঁটে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ।

সহিংসতায় রক্তাক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

১৫ই জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি রাজধানীর বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কোটা সংস্কার আন্দোলনকারীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলার খবর জানা যায়। দুই পক্ষের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া ও সংঘাতে আহত হয় অনেকে।

১৬ই জুলাই প্রথম প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। আন্দোলনে ছাত্রলীগ ও পুলিশের সাথে সহিংসতায় সারা দেশে ছয় জনের মৃত্যু হয়। এদের মধ্যে রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাইদের পুলিশের গুলির সামনে বুক পেতে দাঁড়ানো ও নিহত হওয়ার ভিডিও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

১৮ ও ১৯শে জুলাই

হত্যা ও হামলার প্রতিবাদে সারাদেশে ১৮ই জুলাই কমপ্লিট শাটডাউন কর্মসূচি ঘোষণা করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। এদিন রাজধানীর শনির আখড়ায় পুলিশের সাথে আন্দোলনকারীদের দফায় দফায় পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও সংঘর্ষে বন্ধ হয়ে যায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক।

জুলাইয়ের শেষ দশদিন

কারফিউর মধ্যেও ২০শে জুলাই শনিবার ঢাকা, সাভার, গাজীপুর, ময়মনসিংহসহ বিভিন্ন স্থানে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে বিক্ষোভকারীদের সংঘাতের ঘটনা ঘটে। বহু বিক্ষোভকারী হতাহত হন। ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে নিহত হন অন্তত ২৬ জন।

এই কয়েক দিনে অন্তত ২০৮ জনের মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করতে সমর্থ হয় বিবিসি বাংলা। এর মধ্যে কেবল ঢাকা মহানগরীর হাসপাতালগুলোতেই থেকেই অন্তত ১৬৫ জনের মৃত্যুর খবর আসে।

২২শে জুলাই আপিল বিভাগের শুনানিতে কোটা পুনর্বহাল নিয়ে হাইকোর্টের রায় বাতিল হয়। মেধা ৯৩ শতাংশ, মুক্তিযোদ্ধা কোটা ৫ শতাংশ, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী কোটা ১ শতাংশ, প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গ কোটা ১ শতাংশ নির্ধারণের আদেশ দেয় আদালত।

২২শে জুলাই, সোমবার কমপ্লিট শাটডাউন ৪৮ ঘণ্টার জন্য স্থগিতের ঘোষণা দেন কোটা আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম।

অগাস্টের বাংলাদেশ

পহেলা অগাস্ট জামায়াত ইসলামী ও তাদের ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ করে প্রজ্ঞাপন জারি করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, সন্ত্রাসবিরোধী আইনের ২০০৯ এর ধারা ১৮(১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামী এবং বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবিরসহ উহার সকল অঙ্গসংগঠনকে রাজনৈতিক দল হিসেবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করিল।

দোসরা অগাস্ট শিক্ষক ও নাগরিক সমাজের "দ্রোহযাত্রা" কর্মসূচিতে যোগ দেন কয়েক হাজার মানুষ। জাতীয় প্রেসক্লাব থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দোয়েল চত্বর হয়ে টিএসসি এলাকা ঘুরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে সমাবেশ করেন তারা।

তেসরা অগাস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকে ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ও চট্টগ্রামের নিউমার্কেট এলাকায় বিশাল সমাবেশ হয়, যেখানে অংশ নেন হাজার হাজার মানুষ। এছাড়া রংপুর, সিলেট, ফরিদপুর, রাজশাহী, বগুড়া, বরিশাল, নারায়ণগঞ্জ, বরগুনা, সিরাজগঞ্জ, কুমিল্লা, সিলেটসহ অনেক স্থানে মিছিল ও সমাবেশ হয়।

ঢাকার সমাবেশ থেকে সরকারের পদত্যাগের দাবিতে ঘোষণা করা হয় এক দফা।

সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম বলেছেন, "এ সরকারের কোনোভাবেই আর এক মিনিট ক্ষমতায় থাকার অধিকার নেই। শেখ হাসিনাকে পদত্যাগ করলেই হবে না, বরং যেসব খুন, লুটপাট, দুর্নীতি এদেশে হয়েছে তার বিচার হতে হবে। আমরা পদত্যাগ দিয়ে তাকে এক্সিট রুট দিতে চাই না। তাকে পদত্যাগও করতে হবে, বিচারের আওতায়ও আনতে হবে।"

শেখ হাসিনা আলোচনার আগ্রহ প্রকাশ করলেও তারা তা প্রত্যাখ্যান করেন। আন্দোলনকারীদের তরফে চার তারিখ থেকে "সর্বাত্মক অসহযোগ" কর্মসূচি পালনের ডাক দেয়া হয়।

পাঁচই অগাস্ট: শেখ হাসিনার পতন

পাঁচই জুন কোটা ব্যবস্থা পুনর্বহালকে ঘিরে যে অসন্তোষ দানা বাঁধে ঠিক দুই মাসের মাথায় সেটিই সরকারের ভিত একেবারে নড়বড়ে করে দেয়।

জুলাইয়ের তৃতীয় সপ্তাহে দেশ ছেড়ে পালানোর গুজব ছড়ানোর পর শেখ হাসিনা সদর্পে বলেছিলেন "শেখ হাসিনা পালায় না"। অথচ, দুই সপ্তাহের মাথায় ক্ষমতা ও দেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নেন তিনি।

চৌঠা ও পাঁচই অগাস্ট সরকার বিরোধী বিক্ষোভ প্রতিহত করতে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ঢাকার ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে জমায়েত ও পাহারার ঘোষণা দেয়া হয়েছিল। কিন্তু, সরকারবিরোধীদের সঙ্গে মুখোমুখি অবস্থানে টিকতে পারেনি তারা।

সকালের দিকে ঢাকার প্রবেশপথগুলো নিরাপত্তা বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে থাকলেও বেলা বাড়ার পর থেকে উত্তরাসহ কয়েকটি এলাকা দিয়ে আন্দোলনকারীরা শহরের ভেতরে ঢুকতে শুরু করে।

দুপুর নাগাদ ঢাকার পথঘাট আক্ষরিক অর্থেই আন্দোলনকারীদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। লাখ লাখ মানুষকে ঢাকার প্রধান সড়কগুলোতে অবস্থান নিয়ে মিছিল করতে দেখা যায়।

আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর আইএসপিআর এক বিবৃতিতে জানায়, দেশের চলমান পরিস্থিতি নিয়ে বাংলাদেশ সময় দুপুর দুইটায় জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান।

এর মধ্যেই খবর আসে শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগের পর বাংলাদেশ ছেড়ে গেছেন। সাথে ছিলেন তার বোন শেখ রেহানা।

সরকারবিহীন তিন দিন

পাঁচ তারিখ থেকে তিন দিন বাংলাদেশে কার্যত কোনো সরকার ছিল না। এতে নেতৃত্ব সংকটে প্রশাসনে এক ধরনের অচলাবস্থা তৈরি হয়, যার ফলে দেশটির আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে ব্যাপক অবনতি দেখা দেয়।

ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয় ও নেতাকর্মীদের অনেকের বাড়িঘরে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনা ঘটে।

কোথাও কোথাও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষজন আক্রান্ত হচ্ছেন বলে জানা যায়। থানা ও পুলিশ ফাঁড়িতেও হামলা হয়। বেশকিছু থানা ভাঙচুর করে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, অস্ত্র লুট ও কয়েদি পালানোর মতো ঘটনাও ঘটে।চুরি, ছিনতাই ও ডাকাতির মতো ঘটনার খবরও আসে।

নাজুক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে অরাজকতা ঠেকাতে সেনাবাহিনী ও আনসার সদস্যদের মাঠে নামানো হয়। অনেক এলাকা সাধারণ মানুষ বা স্বেচ্ছাসেবীরা পাহারা দেয়ার দায়িত্ব নেন।

অন্তর্বর্তী সরকার গঠন

তিনদিন পর নোবেলজয়ী অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসকে প্রধান উপদেষ্টা করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হয়। প্রাথমিকভাবে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সংখ্যা ছিল ১৭ জন। পরে সেটি বেড়ে ২৪ জনে দাঁড়ায়। ভূমি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা হাসান আরিফের মৃত্যুতে বর্তমানে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সংখ্যা ২৩ জন।

সরকার গঠনের পরপরই পশ্চিমা বিশ্বের সমর্থন ও অভিনন্দন পান মুহাম্মদ ইউনূস। অন্যদিকে সরকারি, আধা-সরকারি, এমনকি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ কর্মকর্তাদের পদত্যাগের হিড়িক দেখা যায়।

এক্ষেত্রে কেউ কেউ স্বেচ্ছায় পদ ছেড়েছেন। আবার অনেক প্রতিষ্ঠানে বিক্ষোভ, অপমান-অপদস্তসহ নানান চাপের মুখে কর্তা ব্যক্তিরা পদত্যাগে বাধ্য হয়েছেন।

সংখ্যালঘু ইস্যু

সরকার পতনের পর সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদ ও অধিকার প্রশ্নে কয়েকটি সংগঠন সোচ্চার হয়। আট দফা দাবিতে চট্টগ্রামে তারা সমাবেশ করে।

সনাতনী জাগরণ মঞ্চ নামে একটি নতুন প্ল্যাটফর্ম গঠিত হয়। এর মুখপাত্র চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের গ্রেফতারকে কেন্দ্র করে পরবর্তীতে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পুলিশের সাথে তার অনুসারীদের সঙ্গে সংঘর্ষের সময় সাইফুল ইসলাম নামে এক আইনজীবী নিহত হন।

আগে থেকেই ভারতীয় গণমাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যমে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের তথ্য ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। তবে বিবিসি'র অনুসন্ধানে দেখা যায় এসময় ভুয়া খবর ও ছবি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। সুনামগঞ্জসহ কয়েকটি জায়গায় বেশ কিছু হামলার ঘটনাও ঘটে।

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক

পাঁচই অগাস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে টানাপোড়েন ক্রমশ স্পষ্ট হতে থাকে। অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক মোটামুটি সচল থাকলেও ভিসা কার্যক্রম বন্ধ হয়ে পড়ে। জনসাধারণ পর্যায়েও সম্পর্কের একটা বড় অবনতি হয়েছে।

একদিকে ভারতের বিভিন্ন গণমাধ্যমে এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সংখ্যালঘু এবং হিন্দুদের ওপর হামলা এবং অত্যাচারের নানা রকম তথ্য, অপতথ্য এবং গুজব ব্যাপকভাবে প্রচার হতে দেখা গেছে।

অন্যদিকে, অভ্যুত্থানকারী ছাত্রনেতা এবং বাংলাদেশের শীর্ষ পর্যায় ও প্রভাবশালী রাজনৈতিক শক্তিগুলো থেকে ভারতকে নিয়ে যে ধরনের মন্তব্য করা হয় তাতেও দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অবনতি ঘটে।

দুই দেশের মধ্যে পাল্টাপাল্টি বক্তব্য বিবৃতিও চলে আসছে।

নাজুক ব্যাংক খাত: তারল্য সংকট

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত নিয়ে দীর্ঘ দিন ধরেই চলছে বিস্তর আলোচনা-সমালোচনা। সেই চর্চায় বছরের শুরুর দিকে নতুন রসদ যোগায় "নয়টি ব্যাংক রেড জোনে অবস্থান করছে", এই মর্মে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি গবেষণা প্রতিবেদন।

তার আগে থেকেই ব্যাংকিং খাতকে সংস্কারের উদ্দেশ্যে সব দুর্বল বা খারাপ ব্যাংককে সবল বা ভালো ব্যাংকের সাথে একীভূত করার পরামর্শ দিয়ে আসছিল বাংলাদেশ ব্যাংক। যদিও শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক পালাবদলে একীভূতকরণ কার্যকর হয়নি।

বছরের মাঝামাঝি থেকে বেসরকারি খাতের নয়টি ব্যাংকে তারল্য সংকট প্রকট হয়ে ওঠে। গ্রাহকদের প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করতে পারছিল না তারা।

নভেম্বরে সাড়ে ২২ হাজার কোটি টাকা ছাপিয়ে ছয়টি দুর্বল ব্যাংককে দেয়ার কথা জানান নতুন গভর্নর আহসান এইচ মনসুর।

ডলার ও রিজার্ভ সংকট

ডলারের মূল্যবৃদ্ধিতে অর্থনীতির ওপর চাপ বাড়তে থাকে। মে মাসে ডলারের বিনিময় হার নির্ধারণে ক্রলিং পেগ পদ্ধতি চালু করে ব্যাংকগুলোকে ১১৭ টাকায় মার্কিন ডলার ক্রয় বিক্রয় করতে বলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এর আগে ১১০ টাকার আশেপাশে ডলার কেনাবেচা হচ্ছিলো। সর্বশেষ ১২৭ টাকায় ডিসেম্বরে ডলার বিক্রি হয় বাংলাদেশে।

ওই মাসেই আগের দুই মাসের আমদানি বিল পরিশোধের পর ব্যবহারযোগ্য রিজার্ভ তের বিলিয়ন ডলারের নিচে নেমে আসার খবর প্রকাশ হওয়ায় পরিস্থিতি আরও সংকটময় হয়ে ওঠার আশঙ্কা তৈরি হয়। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর বছরের শেষ দিকে রিজার্ভ আবার ২০ বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি যায়।

বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন অন্তর্বর্তী সরকারের একশো দিনে বিবিসি বাংলাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, "অন্তর্বর্তী সরকারের সময়কালে যে উদ্যোগ থেকে সবচেয়ে বেশি ফলাফল দেখা যাচ্ছে সেটা বৈদেশিক মুদ্রা বাজার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে।"

bangla express
বাংলা এক্সপ্রেস
দেশে ও প্রবাসে বাংলার মুখপত্র

শহীদ মিনারে "মার্চ ফর ইউনিটি" সমাবেশ

১৫ দিনের মধ্যে জুলাই প্রোক্লেমেশন দাবি

১৫ই জানুয়ারির মধ্যে জুলাই বিপবের ঘোষণাপত্র প্রস্তুত করে জাতির সামনে পাঠ করার দাবি জানিয়েছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা। তারা বলেন, জুলাই বিপবের ঘোষণাপত্র যখন ছাত্ররা প্রস্তুত করছিল তখন অন্তর্বর্তী সরকার থেকে জানানো হয়েছে সব রাজনৈতিক দল ও অংশীজনের সঙ্গে কথা বলে তারা জুলাই বিপবের ঘোষণাপত্র প্রস্তুত করবেন। এটি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বিজয়। তবে এ ঘোষণাপত্রে ছাত্র-জনতার আন্দোলনের চিত্র ও তাদের চাওয়া-পাওয়ার প্রতিফলন হতে হবে। অন্যথায় ছাত্র-জনতা সেই ঘোষণাপত্র মেনে নেবে না। গতকাল রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের 'মার্চ ফর ইউনিটি' কর্মসূচিতে বক্তারা এসব কথা বলেন। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী এদিন দুপুর থেকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জড়ো হতে থাকেন ছাত্র-জনতা। হাজার হাজার মানুষের অংশগ্রহণে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণ।

ছাত্রদের পক্ষ থেকে জুলাই বিপবের ঘোষণাপত্র এদিন পাঠ করার কথা থাকলেও গত সোমবার সরকার থেকে জানানো হয় জুলাই বিপবের ঘোষণা পত্র তারা প্রস্তুত করছেন। এরপর নিজেদের কর্মসূচিতে পরিবর্তন আনে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। মার্চ ফর ইউনিটি কর্মসূচিতে ছাত্র আন্দোলনের নেতারা বলেন, অনেকে নির্বাচনের জন্য উতলা হয়ে পড়েছেন। স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের বিচার ও সংস্কার ছাড়া এ দেশে কোনো নির্বাচন হবে না। আর নির্বাচন হলে সেটি হবে গণপরিষদ নির্বাচন। এ ছাড়াও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারায় ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে না পারায় সমালোচনা করা হয় সরকারের। শিক্ষার্থীরা দাবি করেন বিচারিক প্রক্রিয়ায় আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের। তারা বলেন, আমাদের লড়াই মুজিববাদের বিরুদ্ধে। এ লড়াই সংগ্রাম জারি থাকবে। খুনি হাসিনা ও তার দোসরদের কোনো পুনর্বাসন মেনে নেবে না এ দেশের জনগণ। কারও কারও বক্তব্যে মুজিববাদী সংবিধান বিলুপ্তির দাবিও ওঠে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আব্দুল্লাহ বলেন, আমাদের অভ্যুত্থানকে অনেকে মেনে নিতে পারে নাই।

সচিবালয়ে যারা আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন, আপনারা রিয়েলিটি মেনে নেন। খুনি হাসিনার পুনর্বাসন আর হবে না। খুনি হাসিনা ভোটাধিকার কেড়ে নিয়েছে। এরপর আমাদের ডাকে সারা বাংলাদেশের মানুষ পাশে দাঁড়িয়েছে। সরকারের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, ৫ই আগস্টের পর দেশ এখনো স্বাভাবিক হয় নাই। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে আসে নাই। সিন্ডিকেট এক হাত থেকে আরেক হাতে গেছে। তাহলে আপনার কাজটা কী? কোনো বিপবীর গায়ে হাত তুললে দায়ভার আপনাকে নিতে হবে। হাসনাত বলেন, এতদিন পর্যন্ত আমাদের এই জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের কোনো ঘোষণাপত্র ছিল না।

আমরা বলতে চাই, ১৫ই জানুয়ারির মধ্যে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ঘোষণা পত্র জারি করতে হবে। সে পর্যন্ত আপনারা জেলায় জেলায়, পাড়া- মহল্লায় মানুষের কাছে যাবেন, তারা কী বলতে চায় সে কথাগুলো উঠিয়ে নিয়ে আসবেন। যারা এখনো ষড়যন্ত্র করছেন- তাদের বলতে চাই, আপনাদের আম্মু আর দেশে ফিরবে না। যাকে আমরা সীমান্তের ওপারে পাঠিয়েছি তাকে আর এ দেশে পুনর্বাসনের সুযোগ দেয়া হবে না। তিনি আরও বলেন, আজ এতদিন হয়ে গেল এখনো বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ডের বিচার নিশ্চিত করতে পারিনি। আমরা দেখেছি পিলখানায় দেশপ্রেমিক অফিসারদের একজন একজন করে মেরে ফেলা হয়েছে। আমরা চাই- অতি শিগগিরই পিলখানা হত্যাকান্ডের বিচার করতে হবে। আমরা শাপলা চত্বর ভুলে যাইনি। শাপলাতে লাইট নিভিয়ে রাতের আঁধারে আলেম-ওলামাদের হত্যা করা হয়েছে। আলেম-ওলামাদের হত্যার সেই বিচার নিশ্চিত করতে হবে। গুম-খুনের বিচার করতে হবে। এ দেশে এখন আর আমাদের কোনো শত্রু নেই।

আমাদের একমাত্র শত্রু আওয়ামী লীগ। তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে। মুজিববাদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই সংগ্রাম জারি থাকবে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মুখপাত্র উমামা ফাতেমা বলেন, আওয়ামী লীগের বিচারের আগে দেশে কোনো নির্বাচন হবে না। জুলাই -আগস্টে যারা শহীদ এবং আহত আছেন তাদের প্রতি ন্যায়বিচার হয়নি। এ মানুষগুলোর যথাযথ চিকিৎসা এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। এমনকি সরকারকে সম্পূর্ণ দায় নিয়ে এ পরিবারগুলোর নিরাপত্তা দিতে হবে। জুলাই মরে যায় নাই। আমরা জুলাইয়ের শক্তি নিয়ে এখনো রাস্তায় আছি এবং আমরা কোনোভাবে ৯০ ও ৭১-এর মতো '২৪ কে ব্যর্থ হতে দেবো না।' ২৪-এর যোদ্ধাদের জুলাইয়ের স্পিরিট সমুন্নত রাখার আহ্বান জানাই।

নিষিদ্ধ না হলে আ.লীগের নির্বাচনে অংশ নিতে বাধা নেই: সিইসি

আওয়ামী লীগের নির্বাচনে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দীন বলেছেন, 'সরকার বা আদালত যদি আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ না করে তাহলে দলটির নির্বাচনে অংশ নিতে বাধা নেই।'

আজ সোমবার সকালে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে প্রেস ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে সিইসি এ কথা বলেন। পরে সম্মেলনকক্ষে ভোটার তালিকা হালনাগাদ ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচন কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করেন তিনি।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, 'এখানে আমাদের কোনো হাত নেই। বাহাত্তর সাল থেকে আওয়ামী লীগ রেজিস্টার্ড দল। আমরা তো বাদ দিতে পারব না। এটার বিধিবিধান যেটা আছে। সরকার যদি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে তাহলে কোনো রেজিস্ট্রেশন দেওয়া যায় না। আবার কোর্টের বিষয় আছে। সুতরাং, এটা রাজনৈতিক অথবা আদালতের সিদ্ধান্ত। সে অনুযায়ী আমরা ব্যবস্থা নিব।'

সিইসি বলেন, 'আগে নির্বাচনের ক্ষেত্রে কমিশন নানা চাপে ছিল। বর্তমানে নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ স্বাধীন। কমিশনের ওপর কোনো চাপ নেই। গত নির্বাচনের মতো বহিঃশক্তি নির্বাচন কমিশনে চাপ প্রয়োগ করতে পারবে না।'

সিইসি বলেন, 'আগামী ছয় মাসের মধ্যে ভোটার তালিকা হাল -নাগাদ করা হবে। এবার আর আগের মতো ভোট হবে না। পাঁচ আগস্টের পরে ভোটের ব্যাপারে জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি হয়েছে। ৯১ - ৯৬ এর মতো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আগামী ২ জানুয়ারী খসড়া ভোটার তালিকা ও মার্চে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে।'

বিদ্যমান ভোটার তালিকায় ভুয়া ভোটার রয়েছে উল্লেখ করে সিইসি বলেন, 'আমরা কাজ করতে গিয়ে দেখেছি ভুয়া ভোটার আছে। তা ছাড়া অনেকে মারা গেছেন। কিন্তু যাঁরা মারা গেছেন, তাঁদের তালিকা চূড়ান্ত হয়নি। কেউ মারা গেলে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাতিল করতে তাঁদের স্বজন আসেন না! এই সুযোগ নেওয়া হয়েছিল বিগত নির্বাচনগুলোতে।'

পুরুষ ভোটার থেকে নারী ভোটার কম জানিয়ে সিইসি গণমাধ্যমের সহযোগিতা চেয়ে বলেন, 'নারী ভোটার বাড়াতে আপনাদের প্রচার প্রয়োজন। নারীদের উদ্বুদ্ধ করুন।' এ সময় উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা ইউনুছ আলী, জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা বশির আহমেদ প্রমুখ।

আমরা বিদেশে বন্ধু চাই, প্রভু নয়: জামায়াত আমির

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, 'আমরা বিদেশে বন্ধু চাই, প্রভু নয়-এই বন্ধুত্ব হতে সমতার ভিত্তিতে। কেউ আমাদের দিকে চোখ তুলে তাকাবে এটা হবে না।বাংলাদেশ মাথা উঁচু করে সসম্মানে থাকবে। কাউকে বাংলাদেশ নিয়ে ষড়যন্ত্র করতে দেওয়া হবে না।'

শুক্রবার (০৩ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ১১টায় নাটোর শহরের নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা সরকারি কলেজ মাঠে জেলা জামায়াতে ইসলামীর কর্মী সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দিয়ে এসব কথা বলেন তিনি।

ডা. শফিকুর রহমান আরও বলেন, 'আমরা ঐক্যবদ্ধ জাতি। আমরা সম্মান চাই। এমন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখি যেখানে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কাজ করবে। নারীকে কখনো নারী বলে কাজের বাইরে রাখা হবে। নারী তার প্রাপ্য সম্মানের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করবে।'

তিনি বলেন, 'আমাদের সন্তানরা এমনভাবে শিক্ষিত হবে যেন শিক্ষাজীবন শেষে একটা চাকরির জন্য কোন মামা-খালুর পেছনে দৌড়াতে না হয়। শিক্ষাজীবন শেষে হওয়ার আগে কাজই আমাদের সন্তানদের কাছে পৌঁছে যাবে। এ দায়িত্ব পালন করবে জামায়াতে ইসলামী। আমরা এমন শিক্ষা চাই যেন আমাদের সন্তানদের মনে মমত্ববোধ, দেশাত্মবোধ ও মানবীয় গুণাবলীতে অনন্য হয়ে ওঠে। তারা যেন সত্যিকারের মানুষ হয়।'

নাটোর প্রসঙ্গে জামায়াত আমির বলেন, 'নাটোর জেলা কোনো অপরাধ করেনি। তারপরও এখানে মেডিকেল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্সটিটিউট নেই। আমরা বর্তমান সরকারের কথা দাবি জানাচ্ছি অন্তত একটি প্রতিষ্ঠান নাটোরে গড়ে তুলে এ বঞ্চনার ইতি টানা হোক। আর ভবিষ্যতে মানুষের ভালোবাসায় জামায়াত ইসলামী দেশ পরিচালনার সুযোগ পেলে নাটোরের জন্য কোনো দাবি পাঠাতে হবে না, আমি নিজেই এসব দাবি করে গেলাম।'

জেলা জামায়াত আমির ড. মীর নুরুল ইসলামের সভাপতিত্বে কর্মী সমাবেশে অনান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান, কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য অধ্যক্ষ মো. শাহাবুদ্দিন প্রমুখ।

সম্পাদক ও প্রকাশকঃ **মোঃ হারুনুর রশীদ,** নির্বাহী সম্পাদকঃ **মামুনুর রশীদ,** বার্তা সম্পাদকঃ **ইয়াসিন সেলিম,** সহ-বার্তা সম্পাদকঃ **আব্দুলাহ আল শাহীন,** বিভাগীয় সম্পাদকঃ **আজিজুর রহমান দুলাল**
আমিরাত ব্যুরোঃ **সৈয়দ খোরশেদ আলম**। প্রকাশক কর্তৃক ১০/সি, নয়া পল্টন (নিচতলা), ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত ও পারভেজ প্রিন্টিং প্রেস এন্ড প্যাকেজিং, ২৬৬/১ ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ থেকে মুদ্রিত।